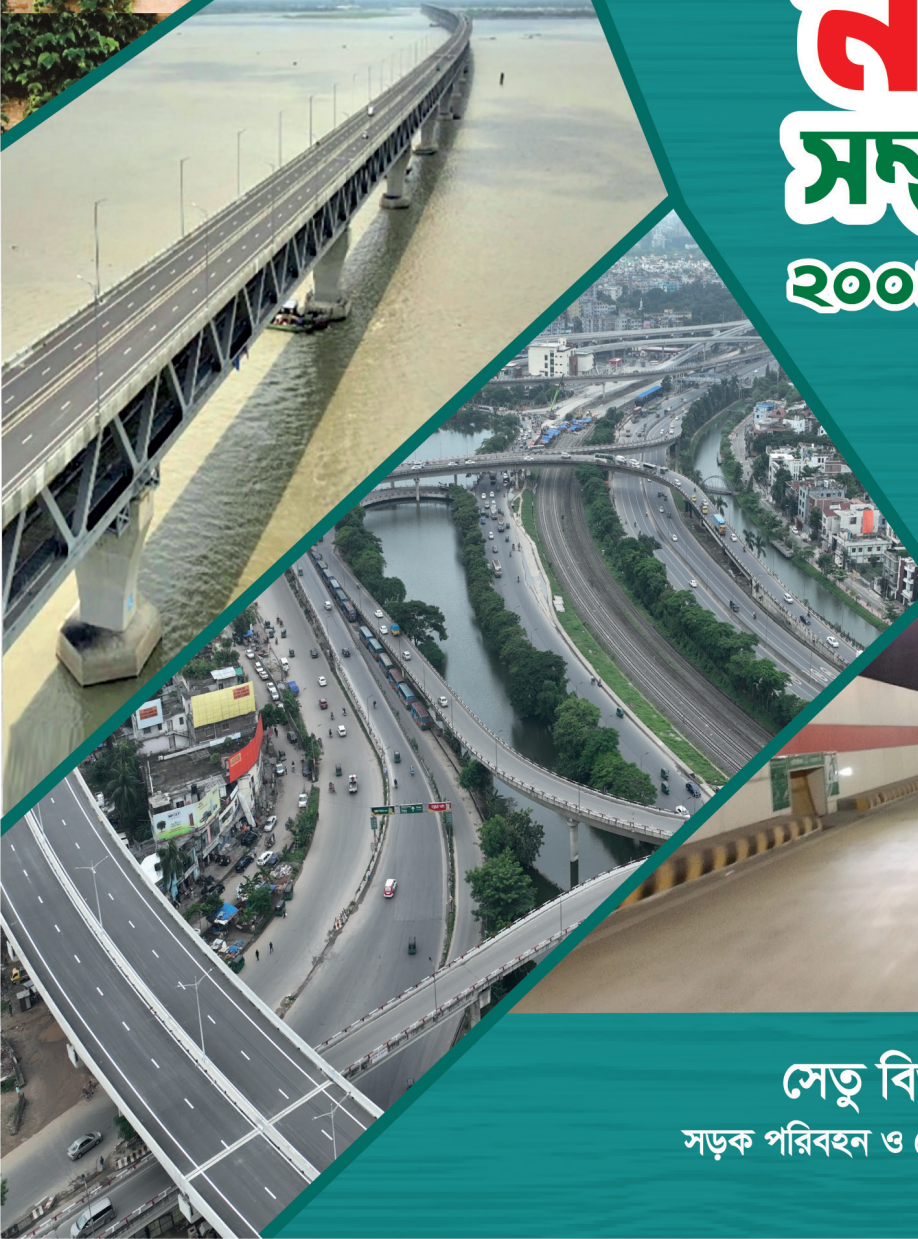




পদ্মা
ত্রিপুরা
উদ্বোধন
স্বপ্নের উন্মেষ

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা ২০০৯-২০২৩



সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সংযোগে
নতুন
সম্ভাবনা
২০০৯-২০২৩



সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনা ও স্বত্ব

সেতু বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি

মাননীয় মন্ত্রী

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মো. মনজুর হোসেন

সচিব

সেতু বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ

- | | |
|---|------------|
| ১. জনাব রশিদুল হাসান, যুগ্মসচিব, সেতু বিভাগ | আহ্বায়ক |
| ২. জনাব রাহিমা আক্তার, যুগ্মসচিব, সেতু বিভাগ | সদস্য |
| ৩. জনাব মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের, যুগ্মসচিব, সেতু বিভাগ | সদস্য |
| ৪. জনাব মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ৫. জনাব তনুশ্রী সাহা, প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ৬. জনাব মোঃ নূর ইয়াসিন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ | সদস্য |
| ৭. জনাব মোঃ আবুল হাসান, উপসচিব, সেতু বিভাগ | সদস্য-সচিব |

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

সম্পাদনা পরিষদ

মুদ্রণে:

মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা





ওবায়দুল কাদের এমপি
মন্ত্রী

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০০৯-২০২৩ সময় পর্যন্ত সেতু বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাব্যাহীন/ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহ এবং এর উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাবসহ উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটলাইজেশন সম্পর্কিত তথ্যাদি সংবলিত উন্নয়ন প্রকাশনা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

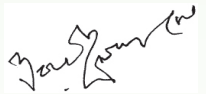
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য, বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট-২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়নে সেতু বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন। আর এ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সেতু বিভাগ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত আমাদের গৌরব, সক্ষমতা আর সামর্থ্যের প্রতীক “পদ্মা সেতু” ২৫ জুন ২০২২ তারিখ উদ্বোধন করেন যার সুফল এখন দেশের জনগণ ভোগ করছে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে সেতু বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশ গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন যার সুবিধা রাজধানীবাসী পেতে শুরু করেছে। এছাড়া, সেতু বিভাগের আওতায় চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” যান চলাচলের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ উদ্বোধন করেন।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে “ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প”, ঢাকার সাথে নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহন যাতে ঢাকায় প্রবেশ না করে বন্দরনগরী চট্টগ্রামসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে সহজে যাতায়াত করতে পারে, সেজন্য নারায়ণগঞ্জের “পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প”, বরিশাল, পটুয়াখালী ও বরগুনার মধ্যে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে “কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প” এবং হাওড় এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে “কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প”-এর কাজও চলমান রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ দীর্ঘমেয়াদী মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে সমীক্ষা পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যে “মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ”, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণেরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেতু বিভাগ।

আমি ২০০৯-২০২৩ সময়ের উন্নয়ন প্রকাশনা কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


ওবায়দুল কাদের এমপি



মো. মনজুর হোসেন

সচিব

সেতু বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

২০০৮ সালের ৩১ মার্চ সেতু বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নে সেতু বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু, টোল সড়ক, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য নিয়ে সেতু বিভাগের পথ চলা শুরু হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশের কাতারে शामिल হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের গতি সধগরের লক্ষ্যে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ নির্দেশনায় সেতু বিভাগ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক-নির্দেশনায় দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে নিজস্ব অর্থায়নে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, যার সুফল দেশের জনগণ ভোগ করছে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর হতে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিগত দেড় দশক ধরে সেতু বিভাগ অর্পিত দায়িত্বসমূহ দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

সেতু বিভাগ আরো কিছু জনবান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ। এছাড়া, চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর ও মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতুসহ দেশের বিভিন্ন অবস্থানে আরো কিছু নতুন সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং সেতু বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য দীঘমেয়াদি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে।

সেতু বিভাগের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম দেশের সূষ্ঠা ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উন্নয়ন প্রকাশনা ২০০৯-২০২৩ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. মনজুর হোসেন



রশিদুল হাসান
যুগ্মসচিব
সেতু বিভাগ
ও
আহ্বায়ক
উন্নয়ন প্রকাশনা

সম্পাদকীয়

২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত সেতু বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি/উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন এর উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব নিয়ে উন্নয়ন প্রকাশনা মুদ্রিত হওয়ায় আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করছি। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি এর সার্বিক দিক-নির্দেশনায় এবং সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো. মনজুর হোসেন-এর তত্ত্বাবধানে উন্নয়ন প্রকাশনাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সেতু বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯-২০২৩ সময়কালে পদ্মা সেতু, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-ফার্মগেট) যান চলাচলের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নদীর তলদেশে নির্মিত প্রথম সড়ক টানেল “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের পর ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ সময়কালে ভূগর্ভস্থ সাবওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মোট ২৫৮ কিলোমিটার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও সেতু বিভাগের অধীনে আরও উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

সেতু বিভাগ ২০০৯-২০২৩ সময়কালে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন সকল বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব জনজীবনে, সামাজিক জীবনে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বিকাশ, শিল্প-কারখানার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পর্যটনের নতুন দ্বার উন্মোচন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সেতু বিভাগের প্রকল্পসমূহের অনন্য ভূমিকা এই প্রকাশনায় তুলে ধরা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়াও এ বিভাগের আওতায় উল্লেখযোগ্য কিছু উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কিত তথ্যাদিও সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সেতু বিভাগের আওতায় ২০০৯-২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প/উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন-এর উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব নিয়ে উন্নয়ন প্রকাশনা গ্রন্থটি দেশের ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি দালিলিক প্রমাণক হিসেবে সর্বমহলে সমাদৃত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


রশিদুল হাসান

সূচি

| ক্রমিক | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|--------|---|-----------|
| ১. | ভূমিকা | ১১ |
| ২. | সেতু বিভাগ | ১২ |
| ২.১। | রূপকল্প | ১২ |
| ২.২। | অভিলক্ষ্য | ১২ |
| ২.৩। | কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ | ১২ |
| ২.৪। | সেতু বিভাগের কার্যাবলী | ১২ |
| ৩. | ২০০৯-২০২৩ সময় পর্যন্ত সেতু বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহ এবং এর উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব | ১৪ |
| ৩.১। | পদ্মা সেতু | ১৪ |
| ৩.১.১। | পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ | ১৪ |
| ৩.১.২। | পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প | ১৫ |
| ৩.২। | বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল | ২০ |
| ৩.২.১। | কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প | ২০ |
| ৩.৩। | ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে | ২৬ |
| ৩.৩.১। | ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প | ২৬ |
| ৩.৪। | ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প | ৩০ |
| ৩.৫। | কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ | ৩৩ |
| ৩.৬। | পঞ্চগড় হতে মুন্সীরপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | ৩৫ |
| ৩.৭। | কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প | ৩৭ |
| ৩.৮। | গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ড্রামপোর্ট প্রকল্প (বিআরটি) [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ] | ৩৯ |
| ৩.৯। | শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়ক ও গজারিয়া- মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্প | ৪১ |
| ৩.১০। | ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প | ৪২ |
| ৪. | প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প | ৪৪ |
| ৪.১। | মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ | ৪৪ |
| ৪.২। | ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ | ৪৫ |
| ৪.৩। | ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ | ৪৫ |
| ৫. | ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রকল্প | ৪৬ |
| ৬. | উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন সম্পর্কিত তথ্যাদি | ৪৮ |
| ৭. | উপসংহার | ৫৬ |

১. ভূমিকা

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। এই রূপান্তরের স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ খুব দ্রুতই যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা থেকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যায়। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট সেতু বিভাগের আওতায় নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু, মুক্তারপুর সেতু, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং পদ্মা সেতু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সূষ্ঠা ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৪ সালে পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এ পদ্মা সেতু ২৫ জুন ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের পরে ২৬ জুন ২০২২ তারিখ থেকে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

পদ্মা সেতু ছাড়াও ২০০৯-২০২৩ সময়ে সেতু বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত এলিভেটেড অংশ যান চলাচলের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা হতে শুরু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করবে। বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নদীর তলদেশে নির্মিত প্রথম সড়ক টানেল “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ উদ্বোধন করেন, যা ২৯ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

বর্ণিত প্রকল্পসমূহ ছাড়াও সেতু বিভাগের অধীনে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যেমন: ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II (বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ) এবং গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ড্রীসপোর্ট (বিআরটি) [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অংশ] নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নধীন রয়েছে। হাওর অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে পানির প্রবাহ স্বাভাবিক রেখে “কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ” প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজও সম্প্রতি শুরু হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য ৩০ বছর মেয়াদী মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ সাবওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১০৫ কিলোমিটার প্রাথমিক ডিজাইনসহ মোট ২৫৮ কিলোমিটার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের যোগাযোগ বান্ধব নীতির ফলশ্রুতিতে যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সূষ্ঠা, নিরাপদ, সময়-সাশ্রয়ী, সুলভ ও সমন্বিত যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলা, রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সেতু বিভাগের ভূমিকা অনবদ্য।

২। সেতু বিভাগ

যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য ১৯৮৫ সালের ৪ জুলাই সরকারি এক অধ্যাদেশ বলে “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ” গঠন করা হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের ২৯ জুন প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন “সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ” ছাড়াও “যমুনা সেতু বিভাগ” নামে আলাদা একটি বিভাগ গঠন করা হয়। যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সকল উপাঙ্গের কাজ সমাপ্তির পর ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। “বঙ্গবন্ধু সেতু” নির্মাণের পর যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ-এর কার্যপরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে “যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ” এর নাম পরিবর্তন করে “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ” নামকরণ করা হয় এবং ২০০৯ সালের ৬ অক্টোবর এ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেতুর সফল বাস্তবায়নের পর ২০০২ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে “যমুনা সেতু বিভাগ” অবলুপ্ত করা হয়। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর অধীনে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প ছাড়াও এ কর্তৃপক্ষের অধীন অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে ৩১ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন “সেতু বিভাগ” নামে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সেতু বিভাগের আওতাধীন একমাত্র সংস্থা। ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) রহিতক্রমে ‘বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬’ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন) জাতীয় সংসদে পাস হয়; যা ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। এ কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজ ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, সাবওয়ে, টোল রোড ও লিংক রোড নির্মাণের জন্য জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ।

২.১। রূপকল্প

দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) নেটওয়ার্ক।

২.২। অভিলক্ষ্য

১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২.৩। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা;
২. পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
৩. বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা; এবং
৪. দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.৪। সেতু বিভাগের কার্যাবলী

- (১) ১৫০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, টানেল, সাবওয়ে, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, টোল রোড, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ (সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ), বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সকল বিষয়;

সংযোগে নতুন সম্প্রদায়

- (২) এই ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) সহ বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- (৩) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, টানেল ও অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত তহবিল সংগ্রহ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ;
- (৪) এই ধরনের প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন অংশ বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ঠিকাদার ও পরামর্শকগণের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন;
- (৫) নির্মিত কাঠামোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সংস্থা যেমন: বাংলাদেশ রেলওয়ে, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল), পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (পিডিবি) এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), মোবাইল অপারেটরগণ ইত্যাদিকে নির্ধারিত এলাকায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুমতি প্রদান এবং এই উদ্দেশ্যে বেসরকারি উদ্যোগসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদন;
- (৬) সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, টানেল, টোল রোড ইত্যাদি ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহনের জন্য টোল ও ভাড়া নির্ধারণ এবং আদায়;
- (৭) সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, টানেল এবং এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত অন্যান্য স্থাপনার নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত এলাকায় প্রবেশ ও প্রস্থান প্রাপ্তে উন্নয়ন কার্যক্রমের নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ বিধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- (৮) অধীনস্থ সংস্থার বিধি-বিধান কার্যকর, টোল আদায় এবং বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদনে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে ট্রাফিক অফিসার ও অন্যান্য অফিসারদের ন্যস্ত ও ব্যবহার করা;
- (৯) জাতীয় বেতন স্কেলের ১০-২০ গ্রেডের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা;
- (১০) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং অন্যান্য দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- (১১) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত বিষয়াদির উপর সকল আইন;
- (১২) সাবওয়ে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতিসমূহ প্রণয়ন;
- (১৩) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত যে কোনো বিষয়ের উপর তদন্ত এবং পরিসংখ্যান;
- (১৪) আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত যে কোন বিষয় সম্পর্কে ফি, ভাড়া আদায় ও টোল নির্ধারণ;
- (১৫) আর্থিক বিষয়াদিসহ সচিবালয় প্রশাসন;
- (১৬) এই বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাসমূহের প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ;
- (১৭) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- (১৮) এই বিভাগের জন্য নির্দিষ্টকৃত বিষয়াদি সম্পর্কিত নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য লাইসেন্স ইস্যুকরণ;

৩. ২০০৯-২০২৩ সময় পর্যন্ত সেতু বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ এবং এর উপযোগিতা ও জনজীবনে প্রভাব

৩.১। পদ্মা সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০০১ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় কারিগরি ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করে মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর ৪ (চার) লেনবিশিষ্ট সড়ক ও রেলসহ সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরসহ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত সবনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৭ জুন ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ২০১৪ সালের ২৬ নভেম্বর হতে মূল সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করে। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে পদ্মা সেতুর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারের ওপর ১ম স্প্যান স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় স্প্যান স্থাপন কার্যক্রম। মুসীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে অবস্থিত ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ সর্বশেষ ৪১ তম স্প্যান স্থাপন করা হয়। এরই মধ্য দিয়ে দেশি-বিদেশি পরামর্শক, প্রকৌশলী, নির্মাণ শ্রমিক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু বিভাগ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কঠোর পরিশ্রম এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু সম্পূর্ণ দৃশ্যমান হয়; যা বাংলাদেশের ইতিহাসে যোগাযোগ খাতে উন্নয়নের নতুন মাইলফলক সৃষ্টি করে। সেতুটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ জুন ২০২২ তারিখ উদ্বোধন করেন।

পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। **প্রথম পর্বে** মাওয়া প্রান্তের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে ১০০ টাকার স্মারক নোট, স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর প্রকাশ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনী ফলক ও ম্যুরাল-১ উন্মোচন শেষে মোনাজাতে যোগ দেন। পরবর্তীতে পদ্মা সেতু পার হয়ে তিনি সেতুর জাজিরা প্রান্তে “পিতা ও কন্যা” থিমের ম্যুরাল-২ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের **দ্বিতীয় পর্বে** তিনি শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্ত থেকে মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার কাঁঠালবাড়িতে আয়োজিত দলীয় জনসভায় যোগ দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সেতু পার হওয়ার সময় মাওয়া প্রান্তের টোল বুথে নিজের গাড়ির জন্য ৭৫০ টাকাসহ গাড়িবহরের মোট ১৮টি গাড়ির জন্য ১৬ হাজার ৪০০ টাকা টোল পরিশোধ করেন। উদ্বোধনের পরের দিন ২৬ জুন ভোর ৬টা থেকে সর্বসাধারণের যান চলাচলের জন্য পদ্মা সেতু খুলে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ১৮ মে ২০২২ তারিখে পদ্মা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের লক্ষ্যে অপারেটর হিসেবে KEC-MBEC JV এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পদ্মা সেতু হতে ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে (৪৫২তম দিনে) টোল আদায়ের ক্ষেত্রে ১০০০ কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করে।

৩.১.১। পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের কিস্তি পরিশোধ

অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি বাবদ ৩১৬,৯০,৯৭,০৪৯ টাকা (তিনশত ষোল কোটি নব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার ঊনপঞ্চাশ)

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

০৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি বাবদ ৩১৬,০২,৬৯,০৯৩ টাকা (তিনশত ষোল কোটি দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার তিরানব্বই) ১৯ জুন ২০২৩ তারিখ পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের টাকা আগামী ৩৫ বছরে অর্থাৎ ২০৫৭ সাল পর্যন্ত ১% সুদসহ ১৪০টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে সরকারকে পরিশোধ করবে।

৩.১.২। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলাকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করতে কোটি জনতার সময়ের দাবী ছিল পদ্মার দুই পাড়ের সেতুবন্ধন। এ সেতুবন্ধন তৈরীর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোগ পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ। এই স্টিলের ড্রাস ব্রিজটি নির্মাণের লক্ষ্যে যথাসময়ে ঠিকাদার নিয়োগে টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হলেও অর্থায়ন জটিলতায় ঠিকাদার নিয়োগ বিলম্বিত হয়। পরবর্তীতে দেশ ও জনগণের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সূচনালগ্নে বিভিন্ন প্রতিকূলতা, পাইলিং নকশা জটিলতা, নদীশাসন এবং সর্বোপরি কোভিড-১৯সহ অন্যান্য চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, পদ্মা সেতুর প্রতি ইঞ্চি অগ্রগতিতে তাঁর নিবিড় মনিটরিং এবং আবেগের সংযোগ প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদা, সক্ষমতা ও অহংকারের প্রতীক পদ্মা সেতু ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আজ পদ্মা সেতুকে ঘিরেই রচিত হচ্ছে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির নতুন অধ্যায়। ফলশ্রুতিতে পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| ১ | নাম | : | পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প |
| ২ | মেয়াদ | : | ০১ জানুয়ারি ২০০৯ হতে ৩০ জুন ২০২৪ |
| ৩ | মূল কম্পোনেন্টসমূহ | : | মূল সেতু, নদীশাসন, সংযোগ সড়ক, সার্ভিস এরিয়া এবং পরিবেশ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম |
| ৪ | মোট ভূমি অধিগ্রহণ | : | ৬২৪৫.৬৫ একর |

কারিগরি

| | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| ০১ | মূল সেতুর দৈর্ঘ্য | : | ৬.১৫ কিলোমিটার [৪লেন] |
| ০২ | মূল সেতুর প্রস্থ | : | ২১.৬৫ মিটার |
| ০৩ | মূল সেতুর স্প্যান | : | ৪১টি [প্রতিটি ১৫০ মিটার] |
| ০৪ | নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স | : | ১৮.৩০ মিটার |
| ০৫ | ভায়াডাক্ট এর দৈর্ঘ্য | : | ৩.৬৮ কিলোমিটার |
| ০৬ | নদীশাসন এর দৈর্ঘ্য | : | ১৬.২১ কিলোমিটার [মাওয়া-৩.১৩, জাজিরা ১৩.০৮] |
| ০৭ | সংযোগ সড়ক এর দৈর্ঘ্য | : | ১২.১১ কিলোমিটার [মাওয়া-১.৬১, জাজিরা ১০.৫০] |

সংযোগে নতুন সম্প্রদায়

পুনর্বাসন

| | | | |
|----|---|---|---|
| ০১ | মোট পুনর্বাসন সাইট | : | ০৭টি |
| ০২ | আবাসিক প্লট | : | মোট ৩০১২টি (৩০১১টি প্লট বরাদ্দ সম্পন্ন) |
| ০৩ | বাণিজ্যিক প্লট | : | মোট ১০০টি (১০০টি বরাদ্দ সম্পন্ন) |
| ০৪ | উন্মুক্ত বাণিজ্যিক স্পেস | : | মোট ১২০টি (১২০টি বরাদ্দ সম্পন্ন) |
| ০৫ | ক্ষতিগ্রস্তদের বরাদ্দকৃত প্লট রেজিস্ট্রেশন | : | ২৫৩২টি |
| ০৬ | অতিরিক্ত সহায়তা | : | উপকারভোগী (ইপি) এর সংখ্যা-৩৭,৫২৯, অতিরিক্ত সহায়তার পরিমাণ-৭৭০.৩৮ কোটি টাকা |
| ০৭ | ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান | : | সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১,২২২, ভিটা উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ-২৬.৫২ কোটি টাকা |
| ০৮ | প্রকল্পের পুনর্বাসন এলাকায় স্থাপিত ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা | : | ১,১২৩ জন |
| ০৯ | প্রকল্পের পুনর্বাসন সাইটে ৫টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা | : | ২,৩৬,৩৪৭ জন |
| ১০ | ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ | : | ৪৫৪ জন |
| ১১ | ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রকল্পের নিকট দাখিলকৃত অভিযোগ সংখ্যা | : | ৭৭৪টি, নিষ্পত্তি ৭৭৪টি |
| ১২ | গরু-ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন ও বেসিক কম্পিউটার অ্যান্ড আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, মাছ চাষ, মোবাইল ও টিভি মেরামত, ফ্রিজ ও এসি মেরামত, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং, পাটজাত পণ্য উৎপাদন, টেইলাইরিং অ্যান্ড ড্রেস মেকিং, স্কিন অ্যান্ড ব্লক বাটিক এবং ক্রাফটিং এর উপর প্রশিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ | : | মোট ৪৭১১ জন |
| ১৩ | পুনর্বাসন গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন | : | ৯.৩৮৮ কি.মি. ৬টি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ এবং ৩.৮৬৫ কি.মি. ৪টি গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন |

পরিবেশ

| | | | |
|----|--|---|---|
| ০১ | বৃক্ষ রোপণ | : | ১,৭৩,২৯৪টি [বন বিভাগ কর্তৃক ১,৪৮,৭০০টি এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৪,৫৯৪টি] |
| ০২ | “পদ্মা সেতু জাদুঘর প্রতিষ্ঠা” এর জন্য নমুনা সংগ্রহ | : | ২৩৮১টি |
| ০৩ | জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি | : | ‘পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য’ ঘোষণা করা হয়েছে |

৩.১.৩। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

অর্থনৈতিক বিকাশ

“পদ্মা সেতু”র মাধ্যমে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশের রাজধানীর সাথে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের সরাসরি সংযোগ তৈরি হয়েছে। এই সেতুটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখতে শুরু করেছে। প্রকল্পটির ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কি.মি. (১৭,০০০ বর্গমাইল) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। ফলে প্রকল্পটি দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অবকাঠামো। সেতুটিতে রেল, গ্যাস, বৈদ্যুতিক লাইন এবং ফাইবার অপটিক কেবল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে এই সেতুকে ঘিরে বাংলাদেশকে উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়। পদ্মা সেতুর জন্য দেশের সামগ্রিক জিডিপিতে আরও ১.২৩% প্রবৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য হ্রাস পাবে ০.৮৪% হারে।

শিল্প ও কৃষির সম্প্রসারণ

“পদ্মা সেতু” চালু হওয়ার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে এ সেতুকে কেন্দ্র করে ছোট বড় নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের ব্যবসা বা শিল্প বিস্তারে উৎসাহিত হচ্ছে। এর ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলায় শিল্প-বাণিজ্যের অমিত সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত সূচিত হয়েছে। তৈরি হচ্ছে কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানা। নতুন নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের মানুষের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা বর্তমানে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের শিল্পের কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যগুলো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাতে অতি সহজে স্বল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পদ্মা সেতু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পণ্য পরিবহন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছে। এছাড়া এই সেতুটির কারণে মংলা নদীবন্দর ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে গিয়েছে বহুলাংশে।

শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

“পদ্মা সেতু” আমাদের দেশে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান বিস্তারে ইতিবাচক প্রভাব রাখছে। এ সেতুর ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন সহজেই এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা ঢাকা ও অন্যান্য শহরগুলোতে গিয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ বাংলাদেশে শিক্ষাবৈষম্য দূর করার একটি সুযোগ তৈরি করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী ও পুরুষদের দক্ষ কর্মী হিসেবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মা সেতুর ফলে বেড়েছে সামাজিক গতিশীলতা এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নারীর ক্ষমতায়নে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

“পদ্মা সেতু”কে ভিত্তি করে পদ্মা নদীর দুই তীরে বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীশাসন কাজ করা হয়েছে; যাতে এসব এলাকায় নদীভাঙ্গন রোধ করা যায়। নদীর দুই পাড়ে এবং সংযোগ সড়কের রাস্তার দুই পাশে গাছ রোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১,৭৩,২৯৪টি গাছ রোপণ করা হয়েছে। গাছ রোপণের এ কর্মসূচী পরিবেশের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কর্মসূচি পদ্মা সেতুর আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে সবুজায়নে সহায়তা করেছে। এর ফলে বৃক্ষ নিধনের মাধ্যমে মানুষের কাঠের ব্যবহার কমবে এবং জ্বালানির চাহিদা পূরণ হবে। এই প্রকল্পটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এছাড়া, পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ সহজেই গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে।

পর্যটন খাতে নতুন দিগন্ত

পদ্মার ওপর সেতু নির্মাণ বাংলাদেশের পর্যটন খাতে এক নতুন দুয়ার উন্মোচন করেছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর দুই পাড় পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক পদ্মার দুই পাড়ে নান্দনিক ও নয়নাভিরাম সৌন্দর্য দেখার জন্য ঘুরতে আসে। ফলে মাওয়া ও শরীয়তপুর প্রান্তে রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, হোটেল-মোটেলসহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় কুয়াকাটাসহ দক্ষিণাঞ্চলের পর্যটন এলাকাগুলোতে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। এখন ঢাকা হতে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ষাট গম্বুজ মসজিদ, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট-সুন্দরবনে এক দিনেই ঘুরে আসা সম্ভব হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব আর সাহসী সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন পদ্মা সেতু বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এ সেতু পরিবহন নেটওয়ার্ক, ব্লু-ইকোনমি এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সূচিত করেছে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অবিস্মরণীয় সংযোজন এই পদ্মা সেতু উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও রাখবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ মাওয়া পয়েন্টে “পদ্মা সেতু”র নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ২৫ জুন ২০২২ তারিখ “পদ্মা সেতু”র জাজিরা প্রান্তে উদ্বোধনী ফলক এবং ম্যুরাল-২ উন্মোচন করেন



গর্বের “পদ্মা সেতু” দিয়ে যানবাহন চলাচল



০৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণের প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির চেক প্রদান

৩.২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর তলদেশে নির্মিত প্রথম সড়ক টানেল “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”- উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী নির্দেশনার সফল বাস্তবায়ন। টানেলটি যান চলাচলের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু টানেলকে চট্টগ্রাম বাসীর জন্য উপহার হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন যে, এখন আর বাড়-বৃষ্টির অপেক্ষা করতে হবে না। নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল ধরে চলে যেতে পারবেন। যারা দিন-রাত শ্রম দিয়েছেন তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

উল্লেখ্য, এই টানেলটি চট্টগ্রাম শহরের সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব অংশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার ফলে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম “One City, Two Towns” মডেলে গড়ে উঠবে এবং এইটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযোগ স্থাপন করবে। আশা করা যাচ্ছে, টানেলটি চালু হওয়ার ফলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট হ্রাস পাবে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে, দূরত্ব হ্রাস পাবে এবং সময় সাশ্রয় হবে।

৩.২.১। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প

২০১০ সালে চট্টগ্রামের এক জনসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এর প্রেক্ষিতে ২০১১ সালে সেতু বিভাগের অধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা শুরু করা হয় এবং ২০১৩ সালে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ৯ জুন ২০১৪ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চীন সফরকালে টানেলটি নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকার “China Communications Construction Company Ltd. (CCCC Ltd)”-কে মনোনয়ন প্রদান করে। ৩০ জুন,

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও China Communications Construction Company Ltd. -এর মধ্যে টানেল নির্মাণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৫ সালের নভেম্বরে Executive Committee of National Economic Council (ECNEC)- কর্তৃক “কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ”- শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়। অতঃপর ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর China Exim Bank-এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং একই দিনে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের মহামান্য প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক টানেল নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বিগত ৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে চীন সরকারের Exim Bank-এর সাথে প্রকল্পের ঋণচুক্তি কার্যকর হয় এবং ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| ০১ | নাম | : | কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্প |
| ০২ | মেয়াদ | : | ০১ নভেম্বর ২০১৫ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ |
| ০৩ | মূল কম্পোনেন্টসমূহ | : | মূল টানেল, ব্রিজ/ভায়াডাক্ট, টোল প্লাজা, এপ্রোচ সড়ক, টাগ বোট, সার্ভিস এরিয়া এবং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার |
| ০৪ | মোট ভূমি অধিগ্রহণ | : | ৩৭২.৩২২১ একর |

কারিগরি

| | | | |
|----|--|---|------------------------------------|
| ০১ | মূল টানেলের দৈর্ঘ্য | : | ৩৩১৫ মিটার (৩.৩১৫ কিলোমিটার) |
| ০২ | টানেল টিউবের দৈর্ঘ্য | : | ২৪৫০ মিটার (২.৪৫০ কিলোমিটার) |
| ০৩ | Open-Cut-এর দৈর্ঘ্য | : | ৩৯০ মিটার |
| ০৪ | Cut & Cover-এর দৈর্ঘ্য | : | ৪২৫ মিটার |
| ০৫ | Working Shaft | : | ০২টি [প্রতিটি ২৫ মিটার] |
| ০৬ | টানেলের মোট সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য | : | ৫.৩৫ কিলোমিটার |
| ০৭ | ভায়াডাক্ট এর দৈর্ঘ্য | : | ৭২৭ মিটার |
| ০৮ | টানেল টিউবের সংখ্যা | : | ২টি |
| ০৯ | টানেলের সর্বোচ্চ ঢাল (Slope) | : | ৪% |
| ১০ | টানেলের সর্বোচ্চ গভীরতা | : | ৪২.৮০ মিটার |
| ১১ | টানেলের ব্যাস (ভিতর) | : | ১০.৮০ মিটার |
| ১২ | টানেলের ব্যাস (বাহির) | : | ১১.৮০ মিটার |
| ১৩ | টানেলের ভিতরের VC (Vertical Clearance) | : | ৪.৯০ মিটার |
| ১৪ | টানেলের ভিতরের সড়ক | : | ২ লেন বিশিষ্ট সড়ক (প্রতিটি টিউবে) |

৩.২.২। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ টানেলকে ঘিরে চীনের সাংহাই নগরীর মতো চট্টগ্রামে গড়ে উঠবে “One City, Two Towns”। টানেলের কারণে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের প্রসারের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পেরও বিকাশ ঘটবে। একইসঙ্গে আনোয়ারা প্রান্তে আবাসন প্রকল্পের বিকাশ, শিল্পোন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগসহ নিম্নবর্ণিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবেঃ-

- টানেল উদ্বোধনের ফলে কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত চট্টগ্রাম শহর, চট্টগ্রাম বন্দর ও বিমানবন্দরের সাথে উন্নত ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, পূর্বপ্রান্তের প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিতসহ শিল্প-কারখানার কাঁচামাল ও প্রস্তুতকৃত মালামাল চট্টগ্রাম বন্দর, বিমানবন্দর ও দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পরিবহন প্রক্রিয়া সহজ হবে।
- মিরসরাই থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিনিয়োগের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। টানেল সড়কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মিরসরাই ইকোনমিক জোন, আনোয়ারার চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, বে-টার্মিনাল, মহেশখালীর এলএনজি টার্মিনাল। ফলে টানেল ব্যবহার করে উল্লিখিত অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ সারাদেশের শিল্প-কারখানার পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর এবং কক্সবাজারের মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করা যাবে দ্রুততম সময়ে। বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে আবর্তিত ব্লু ইকোনমি-এর নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে। ফলশ্রুতিতে শিল্পকারখানা ও পর্যটন শিল্পের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। সর্বোপরি, নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে দেশের অর্থনীতি।
- ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম শহরকে বাই-পাস করে কক্সবাজারের সাথে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং এইটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। ফলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং রাজধানী ঢাকার সাথে কক্সবাজারের দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার হ্রাস পাবে।
- কর্ণফুলী নদীর দুই পাড়ের মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। ফলে পরিবহন নেটওয়ার্কের কেন্দ্রস্থল হিসেবে এটি বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামকে আরও বেশি শক্তিশালী করবে।
- টানেল নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর হতেই টানেলকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা স্থাপিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে টানেলকে কেন্দ্র করে ইস্পাত, সিমেন্ট, খাদ্য, ফিশারিজ, টেক্সটাইল খাতের বেশ কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে। এছাড়া, কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাশে নতুন শহর ও বসতি গড়ে উঠবে-মর্মেও আশা করা যায়।

২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী জাতীয় জিডিপিতে এই টানেল ০.১৬৬% অবদান রাখবে। টানেলটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখাসহ দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক, ব্লু-ইকোনমি এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। ফলশ্রুতিতে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নকল্পে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল” অনবদ্য অবদান রাখবে।

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ টানেল বোরিং কাজের উদ্বোধন করেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”-এর দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করেন

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”-এর উদ্বোধন করেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”
পারাপারের সময় টোল প্রদান করেন



“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”-এর প্রবেশ মুখ



“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল”-এর অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

৩.৩। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

“ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প”র হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশ যান চলাচলে জন্য ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেন। রাজধানীর পুরাতন বাণিজ্য মেলার মাঠে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দেশের যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এক্সপ্রেসওয়েটি নতুন একটি মাইলফলক হিসেবে যুক্ত হয়েছে। এই এক্সপ্রেসওয়েটি ঢাকা শহরের বিশেষ করে এয়ারপোর্ট, কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, ফার্মগেট, মগবাজার ও কমলাপুর এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। এটি ঢাকা মহানগরবাসীর দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন।

উদ্বোধনকৃত এলিভেটেড অংশের মেইন লাইনের দৈর্ঘ্য-১১.৫ কি.মি. এবং র্যাম্পের দৈর্ঘ্য-১১.০ কি.মি.। র্যাম্পসহ মোট দৈর্ঘ্য-২২.৫ কি.মি.। এ অংশে উঠা-নামার জন্য মোট ১৫ টি র্যাম্প (এয়ারপোর্ট-২, কুড়িল-৩, বনানী-৪, মহাখালী-৩, বিজয়সরণি-২ ও ফার্মগেট-১) রয়েছে। এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধনের পর হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৮,৩৬,৫৫৮টি গাড়ি যাতায়াত করেছে; যা যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৩.৩.১। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের উদ্যোগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিতে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ একটি আধুনিক ও মানসম্পন্ন যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে আরেকটি মাইলফলক। ২৭ কি.মি. দৈর্ঘ্যের ৩১টি র্যাম্পসহ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিলোমিটার। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ভিত্তিক দেশের বৃহত্তম প্রকল্প। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

| | | | |
|----|--|---|---|
| ০১ | নাম | : | ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প |
| ০২ | প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট | : | হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-মালিবাগ-কমলাপুর-ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক (কুতুবখালী) |
| ০৩ | মেয়াদ | : | জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৪ |
| ০৪ | কনসেশন চুক্তির মেয়াদ | : | ২৫ বছর (নির্মাণকালসহ) |
| ০৫ | কাজ শুরু তারিখ | : | ০১ জানুয়ারি ২০২০ |
| ০৬ | বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও শেয়ার হোল্ডার | : | বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানঃ ফার্স্ট ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে কোম্পানী লিমিটেড শেয়ার হোল্ডারঃ ক) থাইল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ইটালিয়ান থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানী লিমিটেড (৫১% শেয়ার) |

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| | | | খ) চায়নাবিভিক প্রতিষ্ঠান শেনডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন গ্রুপ (৩৪%) গ) সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লিমিটেড (১৫%) |
| ০৭ | মূল কম্পোনেন্টসমূহ | : | এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও র‍্যাম্প |
| ০৮ | মোট ভূমি অধিগ্রহণ | : | ২১৫.৯১ একর |

কারিগরি

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| ০১ | র‍্যাম্পসহ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য | : | ৪৬.৭৩ কিলোমিটার |
| ০২ | মূল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য | : | ১৯.৭৩ কিলোমিটার [৪ লেন] |
| ০৩ | র‍্যাম্পের দৈর্ঘ্য | : | ২৭ কিলোমিটার |
| ০৪ | র‍্যাম্পের সংখ্যা | : | ৩১টি (১৫টি উঠা ও ১৬টি নামা) |

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনসহ ভ্রমণে সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি ২৩ আগস্ট ২০১০ সালে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদিত হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হতে বিনিয়োগকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানী লিমিটেডকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের Concession Agreement স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে প্রকল্পের ভিত্তিপ্তর স্থাপন করেন।

৪ লেন বিশিষ্ট ১৯.৭৩ কি.মি. দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে শুরু হয়ে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, মালিবাগ, কমলাপুর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের কুতুবখালী পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করবে। প্রকল্পে একটি লিংক রয়েছে; যা মগবাজার রেলগেট হতে শুরু হয়ে বিয়ামের পাশ দিয়ে পান্থকুঞ্জ পার্কের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে হাতিরপুল-কাঁটাবন-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে পলাশী মোড় পর্যন্ত যাবে।

৩.৩.২। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

এই এক্সপ্রেসওয়েটি রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। নাগরিক সুবিধা হয়েছে সুগম ও সুবিস্তৃত। শহরের যাতায়াত সহজ হয়েছে, ট্রাফিক ধারণ ক্ষমতা বেড়েছে, যাত্রার সময় কমছে এবং এ পথে ভ্রমণ হয়েছে আরামদায়ক। প্রকল্পটি ঢাকা শহরের উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের সড়ক পথের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও প্রকল্পটি ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হলে ঢাকা ইপিজেড ও উত্তরবঙ্গের সাথে চট্টগ্রাম বন্দরের যোগাযোগ সহজতর হবে। এতে করে ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরও বেশি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নকল্পে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পটি অনবদ্য ভূমিকা রাখবে।

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা
প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের গ্রাউন্ড ব্রেকিং-এর শুভ সূচনা করেন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশ ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ উদ্বোধন করেন



সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত অংশ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন



ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নান্দনিক দৃশ্য

৩.৪। ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প

সরকার ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা: সাভার, আশুলিয়া, নবীনগর ও ইপিজেড সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সন্নিকটে কাওলা হতে আব্দুল্লাহপুর, ধউর, আশুলিয়া, বাইপাইল হয়ে সাভারস্থ ঢাকা ইপিজেড পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটির মোট দৈর্ঘ্য ২৪ কিলোমিটার। এছাড়া, আব্দুল্লাহপুর হতে আশুলিয়া হয়ে বাইপাইল পর্যন্ত বিদ্যমান এ্যাট-গ্রেড সড়কটি ২ লেন হতে ৪ লেনে উন্নীত করা হবে। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রথমাংশের প্রায় ৪ কি.মি. (কাওলা হতে আব্দুল্লাহপুর) রেললাইন অনুসরণ করে নির্মিত হবে এবং অবশিষ্ট অংশ বিদ্যমান প্রধান সড়কগুলো অনুসরণ করবে। প্রকল্পটি কাওলায় ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত হবে। প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখ চায়না এক্সিম ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; যা পরবর্তীতে ১০ মে ২০২২ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

| | | | |
|----|-------------------|---|--|
| ০১ | নাম | : | ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প |
| ০২ | অ্যালাইনমেন্ট | : | এয়ারপোর্ট-আব্দুল্লাহপুর-ধউর-বড় আশুলিয়া-জিরাবো-বাইপাইল-ঢাকা ইপিজেড |
| ০৩ | মেয়াদ | : | ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৬ |
| ০৪ | কম্পোনেন্টসমূহ | : | এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, এ্যাট-গ্রেড সড়ক, সেতু, ড্রেনেজ এবং ইউটিলিটি ডাক্ট |
| ০৫ | মোট ভূমি অধিগ্রহণ | : | ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিঃ ১০২.৩৫ একর সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন ভূমিঃ ১৭৭.৩৮ একর |

কারিগরি

| | | | |
|----|-------------------------------------|---|-------------------------|
| ০১ | মূল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য | : | ২৪ কিলোমিটার (৪ লেন) |
| ০২ | র্যাম্পের দৈর্ঘ্য | : | ১০.৮৩ কিলোমিটার |
| ০৩ | এ্যাট-গ্রেড সড়কের দৈর্ঘ্য | : | ১৪.২৮ কিলোমিটার (৪ লেন) |
| ০৪ | সেতুর দৈর্ঘ্য | : | ২.৭২ কিলোমিটার (৪ লেন) |
| ০৫ | ড্রেনেজ এবং ডাক্টের দৈর্ঘ্য | : | ১৮ কিলোমিটার |

৩.৪.১। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে দুইটি এক্সপ্রেসওয়ে মিলিয়ে সাভার ইপিজেড হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ৪৪ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি হবে। এর ফলে দেশের উত্তরাঞ্চল হতে আগত যানবাহনসমূহ সরাসরি ঢাকা অতিক্রম করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে যাওয়ার সুযোগ লাভ করবে। ঢাকার যানজট পরিস্থিতির অনেক উন্নতি ঘটবে। এছাড়া, সাভার, আশুলিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর এর রপ্তানিমুখী শিল্পাঞ্চলে দ্রুত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। একইসাথে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আব্দুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এতে ৩০ জেলার ৪ কোটিরও বেশি মানুষ উপকৃত হবে। এ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিম্নরূপঃ

- ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক, শিল্প ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে ঢাকার উত্তরাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ উন্নত হবে;
- এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং ন্যাশনাল হাইওয়ের (N1, N2, N3, N4, N5 এবং N8) সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে;
- শিল্পাঞ্চল হিসেবে পরিচিত সাভার, ইপিজেড, কালিয়াকৈর, গাজীপুরের সাথে ঢাকার দক্ষিণাঞ্চলের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে;
- ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পার্শ্ববর্তী শিল্প এলাকা হতে দ্রুত পণ্য এবং যানবাহন পরিবহনের পথ প্রশস্ত করবে; যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করবে; এবং
- বর্তমানে রাজধানীর যানজট নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিনে ট্রাক ও লরি প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তবে এক্সপ্রেসওয়েটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এসব ট্রাক বা লরি ২৪ ঘন্টাই এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে ঢাকা শহর অতিক্রম করতে পারবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের ফলে জিডিপি ০.২১৭% বৃদ্ধি পাবে।



ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের অ্যালাইনমেন্ট

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ১২ নভেম্বর ২০২২ তারিখ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজ গণভবন প্রান্ত হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উদ্বোধন করেন



সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের পাইল বোরিং কাজের উদ্বোধন করেন

৩.৫। কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কলাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত পটুয়াখালী জেলার পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। উল্লেখ্য, পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৬ সালের ১৫ আগস্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি মারফত শীর্ষেন্দু বিশ্বাসকে সেতু নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন। কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কলাইয়া সড়কের পায়রা নদীর উপর কোন সেতু না থাকায় মির্জাগঞ্জ উপজেলার সাথে পটুয়াখালী সদরের সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বর্তমানে উক্ত সড়কের পায়রাকুঞ্জ অবস্থানে ফেরীর মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে যানবাহন চলাচল অব্যাহত আছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| ০১ | নাম | : | “কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কলাইয়া সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে (জেড ৮০৫২) পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ” প্রকল্প |
| ০২ | অ্যালাইনমেন্ট | : | পটুয়াখালী সদর ও মীর্জাগঞ্জ |
| ০৩ | মেয়াদ | : | মার্চ ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত |
| ০৪ | মূল কম্পোনেন্টসমূহ | : | মূল সেতু (ভায়াডাক্টসহ), সংযোগ সড়ক, সাইট ফ্যাসিলিটিস, নদীর তীর রক্ষামূলক কাজ, ইউটিলিটি স্থানান্তর |
| ০৫ | মোট ভূমি অধিগ্রহণ | : | পটুয়াখালী প্রান্ত ১০.৪০ একর মির্জাগঞ্জ প্রান্ত ৮.১৪১ একর |

কারিগরি

| | | | |
|----|---------------------------|---|---------------|
| ০১ | সেতুর দৈর্ঘ্য | : | ১৬৮৭ মিটার |
| ০২ | মূল সেতুর দৈর্ঘ্য | : | ১৪০৭.০৭ মিটার |
| ০৩ | গাইড বাঁধ | : | ১০০০ মিটার |
| ০৪ | সংযোগ সড়ক | : | ৬০০ মিটার |
| ০৫ | মূল সেতুর স্প্যান দৈর্ঘ্য | : | ১০০ মিটার |
| ০৬ | ভায়াডাক্টের দৈর্ঘ্য | : | ২৮০ মিটার |
| ০৭ | ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স | : | ১৮.৭ মিটার |

৩.৫.১। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কলাইয়া সড়কের ১৭তম কিলোমিটারে (জেড ৮০৫২) পায়রা নদীর উপর পায়রাকুঞ্জ নামক স্থানে সেতু নির্মাণের মাধ্যমে মির্জাগঞ্জ উপজেলার সাথে পটুয়াখালী সদর এবং ঢাকার সরাসরি ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জনজীবনে নিম্নলিখিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন লক্ষণীয় হবেঃ

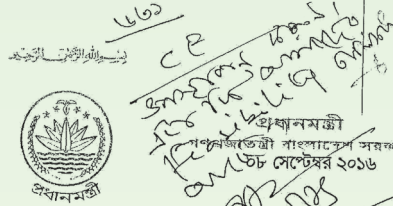
- এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অভিজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ লোকবলের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ ঘটবে। তাছাড়া এ সেতু নির্মাণের পর উৎপাদিত কৃষি পণ্যাদির সরবরাহ সহজতর হবে;
- সেতু নির্মাণের মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে; যা এ

সংযোগে নতুন সম্প্রদায়

অঞ্চলের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রকল্প এলাকার জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরও সেতুর রক্ষণাবেক্ষণেও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এতে ঐ এলাকার জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে; যা দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করবে;

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রকল্প এলাকার সুখম উন্নয়ন নিশ্চিত হবে; যা আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে; এবং
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মির্জাগঞ্জ উপজেলার সাথে পটুয়াখালী সদরের ভ্রমণ সময় হ্রাস পাবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র



রেহের শীর্ষেদু,

আমার মেহাশীষ নিও। তোমার চিঠি পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ছুটি শুধু এদেশের একজন সাধারণ নাগরিক নও বরং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার অগ্রজ সৈনিক।

আমি জানি পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীটি অত্যন্ত খরস্রোতা। নিজের পিতামাতাসহ অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এই নদীকেদ্রিক তোমার নিরাপত্তা সচেতনতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি বুঝতে পারি তোমার বীর মুক্তিযোদ্ধা দাদুর প্রভাব রয়েছে তোমার উপর। মির্জাগঞ্জের পায়রা নদীতে একটি সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তোমাকে আশ্বস্ত করছি।

তোমার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। আমার দোয়া নিও। তোমার বাবা, মা সহ মুরুব্বিদের সালাম ও ছোটদের দোয়া দিও। অনেক অনেক আদর নিও।

শেখ হাসিনা

প্রাপকঃ

শীর্ষেদু বিশ্বাস
পিতা-বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
মাতা-শীলা রানী সন্মামত
চতুর্থ শ্রেণী, দিবা শাখা, রোল-১৫
পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়
জেলা-পটুয়াখালী।

শীর্ষেদু'র পত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি -এর চিঠি



কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কলাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর নির্মিতব্য সেতুর অ্যালাইনমেন্ট

৩.৬। পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৮১ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ ও ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমান সড়কটি খুব সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা ও রাস্তার উভয় পাশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বসতবাড়ি, দোকান-পাট থাকায় যানবাহন চলাচলে প্রায়শঃ দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এছাড়া, মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুরে বিসিক শিল্পাঞ্চল, রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এবং আলু সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি কোল্ড স্টোরেজ থাকায় প্রতিদিন প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক রাস্তাটি ব্যবহার করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের যে যানবাহনগুলো রাজধানীতে প্রবেশ না করে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল/উত্তর-পূর্বাঞ্চলমুখী যাতায়ত করবে সেগুলো তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম/ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে চলাচল করবে। ফলে এটি যানজট কমানোর পাশাপাশি জনসাধারণের দুর্ভোগ কমাবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

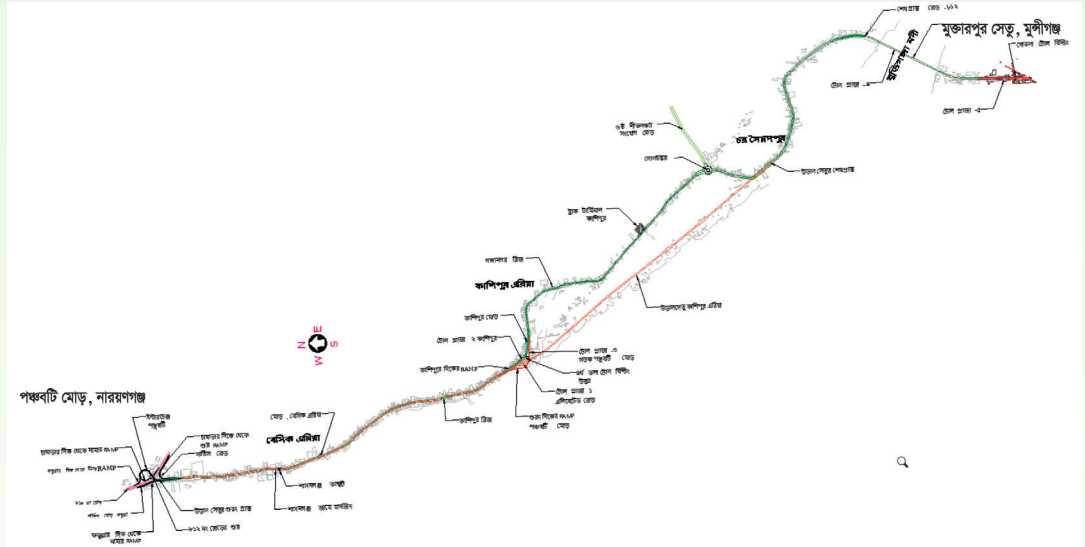
| | | |
|----|--------------------|--|
| ০১ | নাম | : পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প |
| ০২ | প্রকল্প এলাকা | : মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলা |
| ০৩ | মেয়াদ | : ০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৫ |
| ০৪ | মূল কম্পোনেন্টসমূহ | : দোতলা সড়ক, সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ড্রেনেজ |
| ০৫ | মোট ভূমি অধিগ্রহণ | : ৪৪.৫০ একর |

কারিগরি

| | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| ০১ | দোতলা সড়কের দৈর্ঘ্য | : | ৯.০৬ কিলোমিটার (ইমার্জেন্সি লেনসহ ০২ লেন) |
| ০২ | র‍্যাম্প | : | ০৬টি |
| ০৩ | ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স | : | ৫.৭ মিটার |
| ০৪ | সড়ক প্রশস্তকরণের দৈর্ঘ্য | : | ১০.৮১ কিলোমিটার (৬২০ মি. ৬-লেন, ৩.৭৫ কি.মি. ৪-লেন এবং ৬ কি.মি. ২-লেন) |
| ০৫ | সেতু প্রশস্তকরণ | : | ১৫১ মিটার |
| ০৬ | কালভার্ট | : | ২৫ মিটার |
| ০৭ | ড্রেন নির্মাণ | : | ১৭.৬১ কি.মি. |

৩.৬.১। প্রকল্পের উপযোগিতা, জনজীবনে ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব

ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ চীন মৈত্রী) সেতু ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়। এ সেতু নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুন্সীগঞ্জ জেলার সাথে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলাসহ অন্যান্য অংশের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা। মুন্সীগঞ্জ-মুক্তারপুর সড়কটি উত্তরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কের (R810) পঞ্চবটি এবং দক্ষিণে মুক্তারপুর সেতুর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কের প্রশস্ততা গড়ে ৬ মিটার এবং এ সড়কে বিদ্যমান যানবাহন সংখ্যা দৈনিক ১৭,৯১০টি। ট্রাফিক পূর্বাভাস অনুযায়ী এ যানবাহনের সংখ্যা হবে ২০২৩ সালে দৈনিক ২৩,৯২০টি, ২০২৮ সালে দৈনিক ৩০,৫৬০টি, ২০৩৩ সালে দৈনিক ৩৯০০০টি এবং ২০৪৩ সালে দৈনিক ৬৩,৫৮০টি।



পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের অ্যালাইনমেন্ট

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত বিদ্যমান সড়কটি দুই-লেনে উন্নীতকরণ ও দুই-লেন দোতলা সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে মুন্সীগঞ্জ জেলার সাথে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ সহজতর ও ব্যয় সাশ্রয়ী হবে। ফলে প্রকল্প এলাকার সুখম উন্নয়ন নিশ্চিত হবে; যা আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভ্রমণ সময় ৬২.৮৯ শতাংশ হ্রাস, যানবাহনের গতিসীমা ৪.৪৫ গুণ বৃদ্ধি এবং যানবাহনের delay time ৭৪.৭৪ শতাংশ হ্রাস পাবে;
- প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রকল্প এলাকার জনগণের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরও এই সড়ক ও এলিভেটেড রোডের রক্ষণাবেক্ষণেও নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। মুন্সীগঞ্জ জেলায় উৎপাদিত আলুসহ অন্যান্য কৃষি পণ্যাদি ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় সরবরাহ সহজ ও দ্রুততর হবে বিধায় কৃষক উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পাবে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ ঐ এলাকার জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে; যা অত্র অঞ্চলের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে; এবং
- প্রকল্প এলাকার নারী শ্রমিকদের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের অর্জিত আয় শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। ফলশ্রুতিতে নারী এবং শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

৩.৭। কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প

“কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম হাওড় পরিবেষ্টিত উপজেলা। বছরের প্রায় ৬ মাস এ এলাকা পানির নিচে থাকে। হাওড় এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রধান উপজীবীকা কৃষিকাজ এবং বছরে একটি মাত্র ফসল (বোরো ধান) উৎপন্ন হয়। দুর্যোগপ্রবণ এলাকা হওয়ায় আকস্মিক বন্যায় ফসল বিনষ্ট হলে কৃষিজীবীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ২০২০ সালে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক চালু হলে উক্ত এলাকায় সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম এর সাথে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরসহ অন্যান্য জেলার সাথে বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ না থাকায় ঐ এলাকার উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এলাকার জনগণকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সকল বিষয়সহ হাওড় এলাকার পরিবেশ রক্ষার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ এবং নাকভাঙ্গা হতে মরিচখালি পর্যন্ত সড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| ০১ | নাম | : | কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প |
| ০২ | প্রকল্প এলাকা | : | কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, নিকলি ও মিঠামইন |
| ০৩ | মেয়াদ | : | ০১ মার্চ ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৮ |

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| ০৪ | মূল কম্পোনেন্টসমূহ | : | উড়াল সড়ক, সড়ক প্রশস্তকরণ, সেতু নির্মাণ এবং কালভার্ট নির্মাণ |
| ০৫ | মোট ভূমি অধিগ্রহণ | : | ১৫১.০৯ একর |

কারিগরি

| | | | |
|----|-------------------------|---|--|
| ০১ | উড়াল সড়ক | : | ১৫.৩১ কিলোমিটার (০৪ লেন) |
| ০২ | সড়ক প্রশস্তকরণ | : | ১৩.৪০ কিলোমিটার (০৪ লেন) |
| ০৩ | সেতু নির্মাণ | : | ১২৩০ মিটার (২ টি প্রতিটি ৪৩০ মিটার, ১ টি ৩৩০ মিটার এবং ১টি ৪০ মিটার) |
| ০৪ | বক্স কালভার্ট নির্মাণ | : | ২৮টি |
| ০৫ | সাবমারসিবল সড়ক নির্মাণ | : | ১২.৯৯ কিলোমিটার |
| ০৬ | বাস স্ট্যান্ড নির্মাণ | : | ০১টি |

৩.৭.১। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন মিঠামইন, ইটনা ও অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে, তেমনিভাবে এ হাওড়় অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হবে। কৃষি পণ্য ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পরিবহন করা সহজ হবে এবং পরিবহন খরচ হ্রাস পাবে। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান বাড়বে, দারিদ্র্য হ্রাস পাবে এবং এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে।



কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালি পর্যন্ত নির্মিতব্য উড়াল সড়কের অ্যালাইনমেন্ট

৩.৮। গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প (বিআরটি) [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ অংশ]

গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০.৫ কিলোমিটার Bus Rapid Transit (BRT) লেনের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টঙ্গী চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

| | | | |
|----|--------------------|---|--|
| ০১ | প্রকল্পের নাম | : | গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প (বিআরটি, গাজীপুর-বিমানবন্দর), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) অংশের আওতায় উত্তরা হাউজ বিল্ডিং থেকে চেরাগ আলী পর্যন্ত মোট ৪.৫ কি. মি. এলিভেটেড অংশ। |
| ০২ | মেয়াদ | : | ডিসেম্বর ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ |
| ০৩ | মূল কম্পোনেন্টসমূহ | : | ৪.৫০ কিলোমিটার এলিভেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণ [যার মধ্যে ৩.৫ কিলোমিটার ৬ লেন বিশিষ্ট এবং ১ কিলোমিটার ২ লেন বিশিষ্ট] ০৬ টি এলিভেটেড বিআরটি স্টেশন ও ১০ লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু নির্মাণ। |

৩.৮.১। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

গাজীপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ, টেকসই, পরিবেশবান্ধব, সশ্রমী ও নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে গাজীপুর-টঙ্গী এলাকার নগর জীবনের মান উন্নত করা হবে। প্রকল্পটির অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্তের পর বিআরটি বাস সার্ভিস চালু হবে এবং প্রতি ঘন্টায় ২৫,০০০ যাত্রী উভয়মুখী যাতায়াত করবে। ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের যানজট অনেকটাই কমে যাবে। যাতায়াতে সময় কম লাগার কারণে প্রতিটি বাস আগের তুলনায় অধিকবার যাতায়াত করার ফলে বেশি লাভবান হতে পারবে। যাত্রীরা দ্রুত কর্মস্থলে পৌঁছার ফলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে; যা অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করবে এবং যাত্রীরা অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবেন এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। বিআরটি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লেনে যাত্রীবাহী বাস সার্ভিস চালু হলে দক্ষ, টেকসই, সশ্রমী ও নিরাপদ গণপরিবহন চালু হবে এবং যাতায়াতে সময় সাশ্রয় হবে ও কর্মঘন্টা বৃদ্ধির কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে; যা জাতীয় অর্থনীতি ও জিডিপি (GDP) বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র



সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি ৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর হাউজ বিল্ডিং-টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস অংশের ঢাকামুখী দুই লেন উন্মুক্ত করেন



নির্মাণাধীন এলিভেটেড রোড (উত্তরা হাউজবিল্ডিং হতে টঙ্গী চেরাগালাী পর্যন্ত)

৩.৯। চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়ক ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি উন্নয়ন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ৩০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টার প্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

সাধারণ

| | | | |
|----|---------------------|---|--|
| ০১ | নাম | : | চাঁদপুর -শরীয়তপুর সড়ক ও গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন |
| ০২ | প্রকল্প এলাকা | : | সমগ্র বাংলাদেশ |
| ০৩ | মেয়াদ | : | ০১ এপ্রিল ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত |
| ০৬ | মূল কম্পোনেন্ট-সমূহ | : | (i) মেঘনা নদীর উপর চাঁদপুর-শরীয়তপুর সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা; (ii) মেঘনা নদীর উপর গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা; (iii) মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা ধোনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন; (iv) ঢাকা শহরে এলিভেটেড ইনার সার্কুলার রোড নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা; (v) রৌমারী-চিলমারী সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা; এবং (vi) ভোলা-বরিশাল সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণে পুনঃসম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন। |

৩.৯.১। প্রকল্পের উপযোগিতা ও জনজীবনে এর প্রভাব

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। দেশটি ভৌগোলিকভাবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা সহ ছোট বড় মোট ৩১৫টি নদী দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল বিভক্ত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের কোন বিকল্প নাই। আর এ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন/উন্নয়নের লক্ষ্যেই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভিশন-২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের বিষয় সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি অনুসারে সারাদেশে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন/উন্নয়নের জন্য আগামী ২০৫০ সালের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী ও সে অনুসারে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্ণিত মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের মাধ্যমে পাশ্চ প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হলে সারাদেশে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। ফলে সারাদেশে পরিবহন ব্যবস্থা সহজতর হবে এবং প্রতিটি স্থানের যোগাযোগ দ্রুত হয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে। সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন দেশে সুসম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং সর্বোপরি দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র



মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম

৩.১০। ঢাকা শহরে সাবওয়ে (আভারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প

ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৬ সালে ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সেতু বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের ১০৫ কিলোমিটারের প্রাথমিক ডিজাইনসহ মোট ২৫৮ কিলোমিটার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ২০২২ সালের জুন মাসে সম্পন্ন হয়েছে। যথাসময়ে সাবওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে-আশা করা যায়। সাবওয়ে সমীক্ষা প্রকল্পে প্রস্তাবিত সাবওয়ে নেটওয়ার্কসমূহ নিম্নরূপঃ

| ক্রম | রুট-এর নাম | পূর্ণ নেটওয়ার্ক |
|------|--|--|
| ০১। | রুট বি (B): গাবতলী-ভোলাব ইউনিয়ন রোড (দৈর্ঘ্যঃ ৩০.৫১ কি. মি., ২৬ স্টেশন) | গাবতলী, গোলারটেক, তুরাগ সিটি, জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর-১১, কালিশি মোড়, মাটিকাটা রোড, বিমান বাহিনী সদর দপ্তর, বারিধারা ডিওএইচএস, যমুনা ফিউচার পার্ক, বসুন্ধরা ব্লক-ডি, বসুন্ধরা ব্লক- আই এন্ড জে, বসুন্ধরা সাউথ, বসুন্ধরা ব্লক-এম, বসুন্ধরা ব্লক-এন, মাস্তুল, ডেলনা, টোলনা, পূর্বাচল সেক্টর-১৫, পূর্বাচল সেক্টর-১৮, পূর্বাচল সেক্টর সেন্ট্রাল, পূর্বাচল সেক্টর-১৯, পূর্বাচল সেক্টর-২১, পূর্বাচল সেক্টর ইস্ট, পূর্বাচল মালুম সিটি, ভোলাব ইউনিয়ন রোড |

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

| | | |
|-----|--|--|
| ০২। | রুট ডি (D): ভাওয়াল (কেরানীগঞ্জ)-ঠুলঠুলিয়া (ইস্ট খিলগাঁও) (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৬৮ কি. মি., ১৪ স্টেশন) | আটি ভাওয়াল, চান্দিপুর, আটি বাজার, ভাঙ্গাবাড়ি ব্রিজ, হাজারীবাগ, জিগাতলা, সাইসল্যাব, শাহবাগ, কাকরাইল, রাজারবাগ, বাসাবো, আব্দুল আজিজ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ইস্ট নন্দিপাড়া |
| ০৩। | রুট জি (G): বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ-গাবতলী (দৈর্ঘ্যঃ ১৭.৩৩ কি. মি., ১৫ স্টেশন) | বসুন্ধরা রিভার ভিউ নর্থ, শ্মশান ঘাট, মিল ব্যারাক, সদরঘাট, মিডফোর্ড গেট, লালবাগ, নবাবগঞ্জ পার্ক, শহীদ শেখ রাসেল হাই স্কুল, হাজারীবাগ, শংকর, নিউ চৌরাস্তা মোড়, মোহাম্মদপুর, আদাবর, গাবতলী |
| ০৪। | রুট জে (J): হাজারীবাগ-পূর্বাচল নর্থ (দৈর্ঘ্যঃ ২৯.৪০ কি. মি., ২৫ স্টেশন) | হাজারীবাগ, রামচন্দ্রপুর, নবদয় হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, কলেজ গেট, বিজয় সরণী, ফ্যালকন, মহাখালী, গুলশান-১, বাড্ডা, নামাপাড়া, সাতারকুল, সানভ্যালি নর্থ, পশ্চিম হারারদিয়া, কায়েমসার, বরুনা, জলসিঁড়ি সেক্টর-৪, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ সাউথ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ নর্থ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১০, পূর্বাচল সাউথ, পূর্বাচল সেক্টর-২, পূর্বাচল সেক্টর-১০, পূর্বাচল সেক্টর |
| ০৫। | রুট ও (O): ঝিলমিল- টঙ্গী জংশন (দৈর্ঘ্যঃ ২৮.৭১ কি. মি., ২৭ স্টেশন) | ঝিলমিল, তেঘরিয়া বাজার, মুসলিম নগর, খেজুরবাগ, সদরঘাট, নয়াবাজার, গুলিস্তান, কাকরাইল, রমনা, হাতিরঝিল, বিজি প্রেস, মহাখালী, রাওয়া, রজনীগন্ধা মার্কেট, কচুক্ষেত, ভাষানটেক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশ নগর, কালশী মোড়, সাগুঞ্জা নিউ রোড, উত্তরা সেক্টর-১৭, নর্থ বাউনিয়া, উত্তরা সেক্টর-১৪, উত্তরা সেক্টর-১৩, উত্তরা সেক্টর-১০, মাছিমপুর, টিএসএস, টঙ্গী জংশন |
| ০৬। | রুট পি (P): শাহকবির মাজার রোড-সদরঘাট (দৈর্ঘ্যঃ ২২.৯৯ কি. মি., ২০ স্টেশন) | শাহকবির মাজার, গাওয়ার, এয়ারপোর্ট, কুমিটোলা, আজিজ মার্কেট, মাটি কাটা রোড, ভাষানটেক বাজার, লেক ভিউ পার্ক, গুলশান-২, গুলশান-১, পুলিশ প্লাজা, রামপুরা, তালতলা, বাসাবো, মুগদা, কমলাপুর, গোলাপবাগ, সায়দাবাদ, মুরগীতলা সদরঘাট |
| ০৭। | রুট এস (S): কেরানীগঞ্জ-সোনাপুর (দৈর্ঘ্যঃ ১৯.৫০ কি. মি., ১৮ স্টেশন) | কেরানীগঞ্জ, কামরাস্কীরচর, শহীদ নগর, লালবাগ, চক বাজার, নয়া বাজার, দয়াগঞ্জ, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, দনিয়া, রায়েরবাগ, মাতুয়াইল, সাইনবোর্ড, সানারপাড়, মৌচাক, চিটাগাং রোড, কাঁচপুর, সোনাপুর |
| ০৮। | রুট টি (T): জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় -নারায়ণগঞ্জ (দৈর্ঘ্যঃ ৪৭.৫৪ কি. মি., ৪৪ স্টেশন) | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, আদর্শ নগর, কলমা, আকুপাড়া, আশুলিয়া মডেল টাউন ওয়েস্ট, আশুলিয়া মডেল টাউন সেক্টর, আশুলিয়া মডেল টাউন ইস্ট, বিনোদপুর, উত্তরা সেক্টর-১৬, উত্তরা নর্থ, উত্তরা সেক্টর-১২, উত্তরা সেক্টর-১৩, আয়মপুর মোড়, আয়মপুর কাঁচা বাজার, শাহ কবীর মাজার রোড, নোয়াপাড়া (দক্ষিণখান), নন্দাপাড়া (দক্ষিণখান), বরুয়া নর্থ, বরুয়া সাউথ, পিওএইচএস, বসুন্ধরা ব্লক-কে এন্ড এল, বসুন্ধরা সাউথ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মেরুল ব্রিজ, সানভ্যালি নর্থ, আফতাব নগর নর্থ, আফতাব নগর ইস্ট, ওয়েস্ট নন্দীপাড়া, ইস্ট নন্দীপাড়া, গ্রীন মডেল টাউন, মাতুয়াইল উত্তরবন্দ, মাতুয়াইল উত্তরপাড়া, শনির আখড়া, রায়েরবাগ, ইস্ট মোহাম্মদবাগ, আদর্শ নগর, দেলুপাড়া, নন্দলপুর, ডিপিডিসি সাবস্টেশন, ফতুল্লা স্টেশন, শিবু মার্কেট, ডিসি অফিস নিউ কোর্ট, চাষাড়া |

| | | |
|-----|---|---|
| ০৯। | রুট টিএক্স (Tx): উত্তরা সেক্টর ১৬-আশুলিয়া- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (দৈর্ঘ্যঃ ৯.৫৯ কি. মি., ০৯ স্টেশন) | উত্তরা সেক্টর-১৬, বিনোদপুর, আশুলিয়া মডেল টাউন ইস্ট, আশুলিয়া মডেল টাউন সেন্ট্রাল, আশুলিয়া মডেল টাউন ওয়েস্ট, আকুপাড়া, কলমা, আদর্শ নগর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় |
| ১০। | রুট ইউ (U): তেঘরিয়া বাজার-নারায়ণগঞ্জ (দৈর্ঘ্যঃ ১৩.৮৩ কি. মি., ০৮ স্টেশন) | তেঘরিয়া বাজার, St02, বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ, St04, St05, St06, নারায়ণগঞ্জ, St08 |
| ১১। | রুট ভি (V): টঙ্গী জংশন-কোনাবাড়ী (দৈর্ঘ্যঃ ১৬.৯৯ কি. মি., ১০ স্টেশন) | টঙ্গী জংশন, চেরাগআলী মার্কেট, St05, St06, St07, কোনাবাড়ী |
| ১২ | রুট ডব্লিউ (W): গাবতলী-জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৫২ কি. মি., ০৮ স্টেশন) | গাবতলী, St02, St03, St04, St05, St06, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, St08 |

৪. প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

৪.১। মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর ১.৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) ৩১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়। সেতুটি ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে বিকল্প সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে। এ সেতু নির্মাণের ফলে চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী এবং ভোলা জেলার সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। এতে যাতায়াতের দূরত্ব, সময় এবং ব্যয় হ্রাস পাবে। সেতুটি ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক (N-1) এর উপর যানবাহনের চাপ কমবে। সেই সাথে চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত মতলব উত্তর ও হাইমচর উপজেলায় অনুমোদিত দুইটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে পণ্য পরিবহন সহজতর করার মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখবে। প্রতিবছর জিডিপির প্রায় ০.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। নদীর অববাহিকায় নতুন শিল্পাঞ্চলসহ পর্যটন শিল্প বিকাশের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে; যা অত্রাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উপশহর গড়ে উঠবে; এতে আবাসনসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাজধানী ঢাকার উপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে।



মতলব উত্তর-গজারিয়া সড়কে মেঘনা-ধনাগোদা নদীর উপর নির্মিতব্য সেতুর অ্যালাইনমেন্ট

৪.২। ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কের বিশনন্দী-কড়ইকান্দি ফেরীর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরের সাথে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সড়ক যোগাযোগ চালু রয়েছে যা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ এবং দুর্যোগকালীন ঝুঁকিপূর্ণ। এ পরিস্থিতি বিবেচনায় সেতু নির্মাণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ২০২০ সালের মার্চ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখের সভায় প্রকল্পটি পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের বিষয়ে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান Daewoo Engineering and Construction Company Ltd, Hyundai Engineering & Construction Company Ltd এবং Korea Expressway Corporation সমন্বয়ে Meghna Consortium প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ Transaction Advisor হিসেবে IIFC-কে নিয়োগ প্রদান করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এপ্রিল ২০২২ মাসে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করেছে। বিশনন্দী-কড়ইকান্দি ফেরীঘাট অবস্থানে প্রস্তাবিত সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ৩.৩১ কিলোমিটার ও উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য হবে ৪.৪ কিলোমিটার। জুন ২০২৪ নাগাদ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবিত এ সেতুটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর ও নবীনগরের সাথে ঢাকা ও অন্যান্য জেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট হাইওয়ের বিকল্প অ্যালাইনমেন্ট হিসেবে কাজ করবে। সেতুটি নির্মিত হলে এই পথে ঢাকা হতে আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ভারতের আগরতলার দূরত্ব কম হবে।



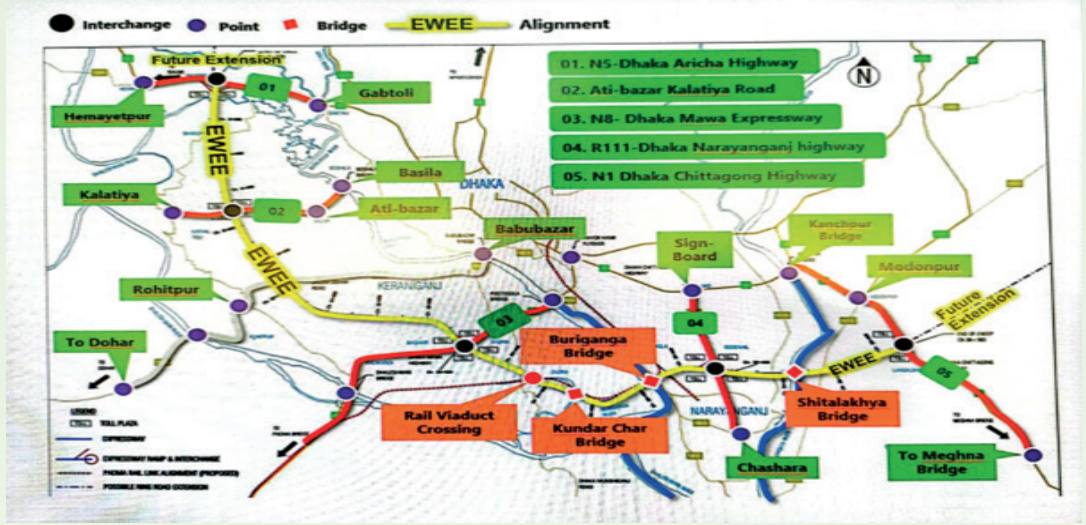
ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর নির্মিতব্য সেতুর অ্যালাইনমেন্ট

৪.৩। ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানীগঞ্জ-ফতুল্লা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাক্সলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ০৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) এর সভায় প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। এটি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।



নির্মিতব্য ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে অ্যালাইনমেন্ট

৫. বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টার প্ল্যানের ড্রাফট রিপোর্ট অনুযায়ী ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রকল্প

সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৩০ বছর মেয়াদী একটি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের ড্রাফট রিপোর্ট অনুযায়ী ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রকল্প তালিকা নিম্নরূপঃ

- ১ বালাশীঘাট (গাইবান্ধা)-দেওয়ানগঞ্জ ঘাটে (জামালপুর) যমুনা নদীর তলদেশে টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ২ হাওর অঞ্চলে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ৩ লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর সেতু নির্মাণ
- ৪ মেঘনা নদীর উপর ভোলা-লক্ষীপুর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৫ পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ
- ৬ তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর বরিশাল-ভোলা সড়কে ভোলা সেতু নির্মাণ
- ৭ ঢাকা শহরের তলদেশে সাবওয়ে নির্মাণ
- ৮ শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু
- ৯ পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর সেতু নির্মাণ
- ১০ কক্সবাজার-মহেশখালী সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ১১ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার কজওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

- ১২ ঢাকা মহানগরীর ইনার রিং রোডের উপর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ১৩ বুড়িগঙ্গা নদীর তলদেশে টানেলের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ১৪ গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ
- ১৫ ২য় বঙ্গবন্ধু সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ (বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায়)
- ১৬ বগুড়া-জামালপুর জেলার যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ১৭ পদ্মা নদীর উপর রাজবাড়ী-পাবনা সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ১৮ বঙ্গবন্ধু শিল্পাঞ্চল (মীরসরাই) হতে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ১৯ চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ২০ ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ
- ২১ পদ্মা নদীর উপর হরিরামপুর-ফরিদপুর সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ২২ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী-রৌমারী সড়কে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ
- ২৩ চর সাথলিয়া-দেওয়ানগঞ্জ ব্রহ্মপুত্রের উপর সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ২৪ কুষ্টিয়া-পাবনা জেলার পদ্মার উপর ২য় সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ২৫ হাওর এলাকায় (হবিগঞ্জ জেলা) তাড়াইল-জলসুখায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ২৬ যমুনা আরিচা-নাটাখোলা সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ২৭ অষ্টগ্রাম এবং বামাইয়ের মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ২৮ সিলেটে সার্কিট হাউস রোড এবং এয়ারপোর্ট রোডের মধ্যে এলিভেটেড নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ২৯ পদ্মার বাজার বিশ্বরোড এবং কুমিল্লা-নোয়াখালী মহাসড়কের মধ্যে কুমিল্লা টাউন ফ্লাইওভার
- ৩০ শাল্লা এবং আউশকান্দির মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
- ৩১ বেগমগঞ্জ ও টৌমুহনির মধ্যবর্তী নোয়াখালী ওভারপাস নির্মাণ
- ৩২ বাজিতপুর থেকে অষ্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ
- ৩৩ বেড়া-নাগরপুর যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ
- ৩৪ মংলাবন্দরে পশুর নদীর উপর সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৩৫ খালিয়াজুরি এবং শাল্লার মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৩৬ কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ এবং তাড়াইলের মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৩৭ বঙ্গবন্ধু শিল্প এলাকা থেকে সিটিজি বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৩৮ মুছাপুর (নোয়াখালী)-উড়িরচর দ্বীপ সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৩৯ ছোট ছানাউয়া (বাশখালী)-কুতুবদিয়া দ্বীপ সেতুর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৪০ মাঝিরহাট-সৈয়দপুর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ
- ৪১ কিশোরগঞ্জ ইটনা এবং শাল্লার মধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নির্মাণ

৬. উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটলাইজেশন সম্পর্কিত তথ্যাদি

৬.১। বঙ্গবন্ধু সেতুতে ইলেক্ট্রনিক টোল কালেকশন (ইটিসি) চালুকরণ

বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম টোল প্লাজায় ১৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে পাইলটিং এর উদ্দেশ্যে ১টি করে ফাস্ট ট্র্যাক Electronic Toll Collection (ETC) লেন চালু করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে এ পদ্ধতিটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ডিজিটাল সেবা হিসেবে গৃহীত হয় এবং চূড়ান্তভাবে চালু করা হয়। বর্তমানে সেতুর উভয় প্রান্তে ৯টি করে মোট ১৮টি টোল কালেকশন বৃথ রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ১৬-১৭ হাজার যানবাহন বঙ্গবন্ধু সেতু ব্যবহার করে থাকে এবং যানবাহনের পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ৮-১০% বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন গড়ে ১ কোটি ৬০ লাখ টাকা টোল আদায় হয়ে থাকে। এই বিপুল সংখ্যক যানবাহনের টোল আদায় করতে গিয়ে কোনো কোনো লেনে প্রায়ই যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরী হয়। তাছাড়া ঈদে বা বিভিন্ন উৎসবে এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। ফাস্ট ট্র্যাক লেনে ইটিসি (ETC) সিস্টেম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল কর্তনের মাধ্যমে অল্প সময়ে সেতু পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। সুবিধাটি পেতে গাড়ীর নম্বরটি ডাচ-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড-এর নেঞ্জাস-পে অথবা রকেট একাউন্ট সাথে ইন্টিগ্রেট করে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং রিচার্জপূর্বক পর্যাপ্ত ব্যালেন্স নিশ্চিত করতে হয়। ইটিসি (ETC) সিস্টেমে Radio-Frequency Identification (RFID) প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টোল কর্তন করায় নগদ টাকা প্রদানের প্রয়োজন হয়না এতে সময়ের অনেক সাশ্রয় হয় এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও বাধাহীনভাবে ফাস্ট ট্র্যাক লেন ব্যবহার করে যানবাহনসমূহ টোল প্লাজা অতিক্রম করতে পারে।

৬.২। দ্রুততম সময়ে মোটর সাইকেলের টোল গ্রহণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলার প্রবেশদ্বার। প্রতিদিন গড়ে ১৬-১৭ হাজার যানবাহন এই সেতু পার হয় যার মধ্যে ৫-১০ শতাংশ থাকে মোটরসাইকেল। বিভিন্ন উৎসবকালীন এ হার অনেক গুন বেড়ে যায়। উল্লেখ্য, ইদ-উল-ফিতর (২০২১) আগের দিন ৫২,৭৫৩ (বাহান্ন হাজার সাতশত তেপ্পান্ন) টি যানবাহন এ সেতু অতিক্রম করেছে। তন্মধ্যে মোটর সাইকেলের সংখ্যা প্রায় ২৫% (১৩,৫৫৭টি)। মোটর সাইকেল আরোহীগণ পূর্ব থেকে সেতুর টোল হার জানা থাকলে স্বল্পতম সময়ে টোল প্রদান করতে পারে। বেশিরভাগ মোটর সাইকেল আরোহীগণ সেতুর টোল হার সম্পর্কে পূর্ব হতে অবগত না হওয়ায় মোটরসাইকেল আরোহীকে টোলার হার এর বিষয়ে টোল কালেক্টর কর্তৃক মৌখিকভাবে অবহিত করার প্রয়োজন হয় ফলে সময়ের অপচয় হয়। এছাড়া নির্ধারিত টোলার অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করলে তা মোটরসাইকেল আরোহীকে ফেরত প্রদান করতে হয় যার ফলে অপেক্ষমান মোটরসাইকেলের লাইন দীর্ঘ হয়ে গোলচত্বর এলাকা ছাড়িয়ে যায় এবং অন্যান্য গাড়ি টোল বুথে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে সমাধান ও যাত্রীদের ভোগান্তির কথা চিন্তা করে ২০২০-২১ অর্থ বছরে দ্রুততম সময় মোটরসাইকেল আরোহীর নিকট থেকে টোল আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধু সেতুতে Variable Message Sign (VMS) সার্ভিস চালু করেছে। VMS বোর্ডে দূর থেকে দৃশ্যমান হয়ে বিভিন্ন যানবাহনের ভাড়া প্রদর্শিত হয় এবং যানবাহনের চলাচলের নির্দিষ্ট লেন নির্দেশ করে। এতে যাত্রীদের ভোগান্তি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে সেই সাথে স্বল্প সময়ে টোল পরিশোধ করে সেতু পারাপার হতে সক্ষম হচ্ছে।

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা



VMS সার্ভিস চালুর পূর্বে এলোমেলো অবস্থা



VMS বোর্ড



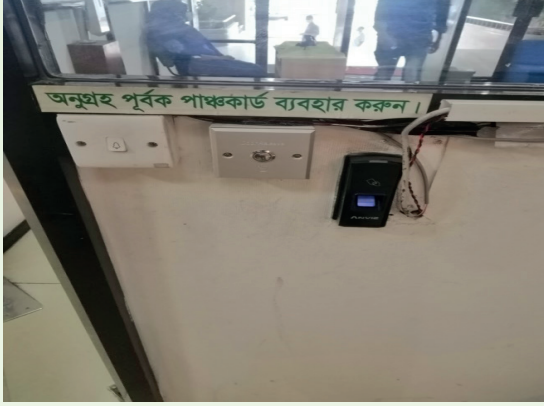
VMS সার্ভিস চালুর পরে সুশৃঙ্খল অবস্থা

৬.৩। সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে ফেস রিকগনিশন এন্ড টেম্পারেচার মেজারমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ

COVID-19 মহামারি মোকাবেলায় মাস্ক পরিধান ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অত্যাবশ্যিক। সেতু ভবনে আগত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও দর্শনার্থীদের দেহের তাপমাত্রা পরিমাপও জরুরি। সেতু ভবনে ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমটিতে আঙ্গুলের ছাপ ও ৩ ইঞ্চি দূর হতে কার্ডের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা হতো যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে স্পর্শবিহীন অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম অত্যন্ত সহায়ক। এমতাবস্থায়, অফিসের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও নিয়মকানুন চালু রাখার জন্য প্রথমবারের মতো সেতু ভবনের প্রবেশদ্বারে

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম উইথ ফেইস রিকগনিশন ও টেম্পারেচার মেজারমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়। এই সিস্টেমে ২-৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে চেহারা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উপস্থিতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজা খুলে যায়। মাস্ক পরিধান না করলে সিস্টেমটি সতর্কীকরণ বার্তাসহ সংকেত প্রদান করে ও দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকে। এছাড়া এতে দেহের তাপমাত্রা পরিমাপের সুযোগ রয়েছে। শরীরের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা বেজে উঠবে ও দরজা উন্মুক্ত হবে না। এতে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা তথা সামগ্রিক অফিসের সুরক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে।



পূর্বের পদ্ধতি



বর্তমান পদ্ধতি

৬.৪। সেতু ভবনে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে মোশন ডিটেকশন সেন্সর স্থাপন

বিদ্যুৎ ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সেতু ভবনে Motion Detection Sensor স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনে প্রতিদিন লাইট সিস্টেম ব্যবহার করে অফিস চালনা করতে হয়। অফিসে ম্যানুয়াল পদ্ধতি ব্যবহার করে লাইট সিস্টেম অন-অফ করার প্রয়োজন হয়। ব্যস্ততা অথবা ভুলে অনেক সময় লাইট অন করেই অনেকে অফিস কক্ষ ত্যাগ করতে পারেন। ফলে মাস শেষে অত্যধিক বিদ্যুৎ বিল আসে। Motion Detection Sensor স্থাপন করার পূর্বে সেতু ভবনে জানুয়ারি ২০২১ মাসে বিদ্যুৎ বিল ৮,৯৪,৭৬৩ টাকা হয়। উক্ত সিস্টেম স্থাপনের পরে জানুয়ারি ২০২৩ মাসে বিদ্যুৎ বিল ৫,২৭,২৪৭ টাকা হয়। ফলে বিদ্যুৎ বিলের সাশ্রয় আনুমানিক ৪১.০৭%। অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুতের অপচয় রোধে Motion Detection Sensor গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬.৫। বিবিএ কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে একটি সুষ্ঠু উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টি, সৃজনশীলতা আর উদ্ভাবনী চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিবিএ কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ উদ্বোধন করা হয়। উদ্ভাবন নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জ্ঞানভিত্তিক শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই ল্যাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিবিএ কম্পিউটার ল্যাবে ইতোমধ্যে জিআইএস, ই-জিপি, ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম (এমসিএস) ও সাইবার সিকিউরিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিবিএ কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা,

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

ইন্টারনেট অফ থিং, মেশিন লার্নিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, রোবোটিকস ও বিগ-ডাটা সমন্বিত ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশব্যাপী স্মার্ট পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিলক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে।



বিবিএ কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশনের ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ উদ্বোধন

৬.৬। বিবিএ গেটপাস সিস্টেম

সেতু ভবনে কর্মকর্তাদের নিকট আগত দর্শনার্থীদের অতিসহজে অনুমতি প্রদান এর জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে বিবিএ গেইট পাস সিস্টেম সফটওয়্যারটি চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ উদীয়মান ও দ্রুত বর্ধমান একটি প্রতিষ্ঠান। সেতু ভবনে সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প সহ দেশের ৬টি বৃহৎ প্রকল্প অফিস অবস্থিত। এই ভবনে প্রায় চার শতাধিক কর্মকর্তার নিকট দৈনিক অনেক সরকারি এবং বেসরকারি দপ্তর থেকে দর্শনার্থী আসেন যাদের নিরুত্তর এবং দ্রুততম সময়ে সনাক্তকরণ করে ভবনে প্রবেশ সহজ করতে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে। সফটওয়্যারটি ওয়েবসাইটে সংযোজিত থাকায় পৃথক কোন সফটওয়্যার বা প্লাগ-ইন ইনস্টলের প্রয়োজন হয়না। সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে অপ্রত্যাশিত দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কর্মকর্তাদের কাছে আগত দর্শনার্থীদের সম্পর্কে পূর্ব হতে অবগত হওয়ায় দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করতে হয় না কিংবা দেখা না করে ফেরত যেতে হয়না যার ফলে সময়ের অপচয় হয় না। এই অনলাইন সফটওয়্যারটিতে সব ডাটা রেকর্ড থাকায় কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা খুব সহজেই ট্র্যাক করা যায়।

সংযোগে নতুন সম্ভাবনা

বিবিএ গেইট পাস সিস্টেম

৬.৭। বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী (যেমনঃ স্টেশনারি, গ্রোসারি, আইসিটি সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ইত্যাদি) বিবিএ স্টোর হতে প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রথাগত স্টোর ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্টোর ম্যানেজ করা অনেক সহজ এবং সময় সাশ্রয়ী। অনলাইন ও ক্লাউড ভিত্তিক হওয়ায় এটি অধিক নিরাপদ এবং ফ্লেক্সিবল। এই পদ্ধতিতে সেবাগ্রহিতার শুধুমাত্র একবার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে লগইন করে চাহিদা প্রদান করতে পারে। দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাডমিন সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্টোরে মজুদ থাকা সাপেক্ষে যাচাই বাছাই শেষে বরাদ্দ প্রদান করে। স্টোর হতে মালামাল বরাদ্দ হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়ে যাবে। কোনো পণ্য স্টোরে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম মজুদ থাকলে অটো অ্যালার্ম অ্যাডমিন-এর কাছে চলে যাবে। ফলে উক্ত পণ্যটি পুনরায় মজুদকরণ সহজ হবে। এভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগটি অফিস অটোমেশনের অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

বিবিএ ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

৬.৮। সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শনের আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শনের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ করে। পূর্বে কোন সেতু বা স্থাপনা পরিদর্শন করতে অফিসে এসে আবেদন করতে হতো। আবেদন প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করতে ৩-৪ দিন সময় লাগত। বর্তমানে সেতু বিভাগের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে ই-মেইলের মাধ্যমে জমা প্রদান করা যায় এতে যেমন অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না তেমন সময় ও অর্থ খরচ কমে যায়।

৬.৯। ই-রিজুটমেন্ট সিস্টেম

২০১৭-১৮ অর্থবছরের সবচেয়ে ফলপ্রসূ উদ্ভাবন হলো ই-রিজুটমেন্ট সিস্টেম। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়মিত জনবল নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ হওয়ায় আবেদনকারী এবং নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উভয়েই সুবিধা পাচ্ছে। আবেদনকারীগণ এই সিস্টেমে সরাসরি লগ-ইন করে আবেদন করতে পারছেন। এতে করে পৃথকভাবে কাগজে বা হার্ডকপিতে আবেদন করার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে পোস্টাল বা কুরিয়ার চার্জ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি সরাসরি অফিসে এসে আবেদন জমা দেয়ার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে না। পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্যও অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। আবেদনকারী সরাসরি প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে নিতে পারছেন। অন্যদিকে আবেদন যাচাই-বাছাই এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের যে সময় ও জনবলের প্রয়োজন হতো তা আর প্রয়োজন হচ্ছে না। ই-রিজুটমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের ফলে অনেক কম সময়েই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

৬.১০। বঙ্গবন্ধু সেতুতে অনলাইন টোল কালেকশন সিস্টেম

যমুনা নদীর উপর নির্মিত বাংলাদেশের দীর্ঘতম বঙ্গবন্ধু সেতুর অনলাইন টোল কালেকশন সিস্টেমটি মূলত ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর Real-time Digital Toll Collection System-এর রেল্লিকেশন। এই ব্যবস্থায় যানবাহন সেতু পারাপারের জন্য টোল প্লাজায় উপস্থিত হলে প্রথমে যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি সিস্টেমে এন্ট্রি দেয়া হয়। এই সিস্টেমটি সরাসরি বিআরটিএ-এর database-এর সাথে সংযুক্ত থাকায় যানবাহনটির প্রকৃত শ্রেণীসহ বিস্তারিত তথ্য সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়। সিস্টেমে প্রদর্শিত শ্রেণী এবং তথ্য অনুযায়ী যানবাহনটির টোল হার নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী টোল আদায় করা হয়। টোল পরিশোধিত হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্মুখের প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে যানবাহনটিকে সেতু পারাপারের জন্য যেতে দেয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে মাত্র ১০-১২ সেকেন্ড সময় প্রয়োজন হয়। পরিশোধিত টোলের পরিমাণসহ টোল আদায় সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে সংরক্ষিত হয়। টোলের অর্থ নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমা করা হয়। টোল আদায়ের মোট পরিমাণ, কোন শ্রেণীর যানবাহন হতে কি পরিমাণ টোল আদায় হয়েছে ইত্যাদি তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সিস্টেমে প্রদর্শিত হয়।

ইতোপূর্বে ইজারাদারের মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়কালে যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী, টোলের প্রকৃত পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে ইজারাদারের সাথে সেতু ব্যবহারকারীর প্রায়শই বিতর্কের সৃষ্টি হতো। এতে যেমন টোল আদায় কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতো তেমনি সেবা গ্রহীতাদেরও সময়ের অপচয় হতো। তাছাড়া, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে টোল আদায়েও অপেক্ষাকৃত বেশি সময় প্রয়োজন হতো। বর্তমান সিস্টেম ব্যবহারের ফলে যেমন toll transaction-এ সময় কম লাগছে, তেমনি টোল আদায় কার্যক্রমও সৃষ্টিভাবে এবং স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। ফলে সেবাদাতা এবং সেবা গ্রহীতা উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। তাছাড়া, সরাসরি বিআরটিএ-এর ডাটাবেইজের তথ্য ব্যবহার করায় যানবাহনের প্রকৃত শ্রেণী নিয়ে বিতর্কেরও কোন অবকাশ থাকছে না।



টোল আদায় প্রক্রিয়া, টোলের অর্থ জমা সংক্রান্ত সকল তথ্য, টোল প্লাজা এলাকার ভিডিও চিত্র বনানীস্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সদর দপ্তর হতে VPN-এর মাধ্যমে সরাসরি মনিটর করা হয়।

৬.১১। উৎস আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে প্রদান

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর অনুকূলে পরিশোধিত বিল হতে বিধি অনুযায়ী উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়। উক্ত আয়কর ও ভ্যাট চালানোর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। আয়কর ও ভ্যাট পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এই প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য তাদের একাধিকবার অফিসে আসতে হয়। একাধিকবার অফিসে যাতায়াত করতে তাদের সময় ও অর্থ ব্যয় হয়।

ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীগণ যাতে সহজেই এই সেবা পেতে পারেন সেজন্য ERP Software ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সফটওয়্যারের দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করে ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি ঠিকাদার বা সেবা প্রদানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে তাদের অর্থ ও সময় ব্যয় করে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহের জন্য অফিসে আসতে হচ্ছে না।

৬.১২। ইলেকট্রনিক এ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম

নিউ এয়ারপোর্ট রোডের সেতু ভবনে অবস্থিত সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রকল্প অফিসের নিরাপত্তাকল্পে এই ভবনের প্রবেশ পথে Electronic Access Control System স্থাপন করা হয়েছে। সেতু ভবনস্থ বিভিন্ন অফিসে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের Smart ID Card প্রদান করা হয়েছে। এই আইডি কার্ড ব্যবহার করেই তারা ভবনে প্রবেশ করে থাকেন। কার্ডের পরিবর্তে পাসওয়ার্ড ব্যবহারেরও সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় biometric পদ্ধতিতে finger print ব্যবহার করেও সেতু ভবনে প্রবেশের অপশন রয়েছে। দর্শনার্থীগণ রিসেপশন হতে সরবরাহকৃত ভিজিটরস কার্ড ব্যবহার করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। Electronic Access Control System প্রবর্তনের ফলে এই ভবনে কর্মরত এমপ্লয়িজ এবং আগত দর্শনার্থীদের (যাদের মধ্যে বিদেশি নাগরিকও রয়েছেন) নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে অফিসে উপস্থিতির বিষয়টিও মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে।

৬.১৩। ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স

অনেক সময় আমরা কাগজের কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠাই ব্যবহার করে থাকি। ফলে অন্য পৃষ্ঠাটি অব্যবহৃত থেকে যায়। কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সেতু বিভাগে ‘ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স’ প্রবর্তন করা হয়েছে। কেবলমাত্র একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়েছে এমন কাগজগুলো এই বক্সে জমা রাখা হয়। খসড়া প্রিন্টিং এবং অন্যান্য কাজে এই বক্সের কাগজ ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারের সুবিধার্থে সেতু ভবনের প্রতিটি ফ্লোরে central LAN printer এর কাছে এই ‘ইউজড পেপার রিসাইক্লিং বক্স’ গুলো স্থাপন করা হয়েছে। এতে করে যেমন কাগজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি কাগজের ব্যবহারও হ্রাস পেয়েছে।

৬.১৪। অফিস অটোমেশন

অফিস অটোমেশন এবং কাগজের ব্যবহার হ্রাসের উদ্যোগ হিসেবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Client Server-based Integrated System এর Accounting System, Provident Fund Management System, Payroll System, Store Management System, Vehicle Management System এবং Asset Management System মডিউল ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করায় যেমন কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, তেমনি সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

৬.১৫। ই-লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট

লাইব্রেরি তথ্যভাণ্ডার ও জ্ঞানচর্চার সর্বোত্তম স্থান। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লাইব্রেরি হয়েছে সমৃদ্ধ এবং দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ। ই-লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট এমন একটি ইলেকট্রনিক সিস্টেম যা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের লাইব্রেরিতে উপস্থিত বই ও উক্ত বইয়ের লেখকের তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারী অনলাইনে বই রিকুইজিশন দিতে পারে। বই রিকুইজিশন ও ইস্যু প্রক্রিয়াটি ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে হওয়ায় লাইব্রেরির বইসমূহের তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ খুব সহজ হয়। ম্যানুয়ালি লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ও সমস্ত তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ একটি খুব জটিল কাজ ও সময়সাপেক্ষ। ই-লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ও তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ অধিকতর সময় সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও ইউজার ফ্রেন্ডলি।

৬.১৬। ই-নথি চালুর পূর্বে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত পুরাতন সকল নথি অনুবিভাগভিত্তিক ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণ

ই-নথিকে বলা হচ্ছে কাগজহীন সরকারি দপ্তর। সরকারি কার্যক্রমে গতি আনয়নের লক্ষ্যে শুরু হয় ই-নথি ব্যবস্থাপনা। যার মাধ্যমে দাপ্তরিক ফাইল ব্যবস্থাপনার ও সংরক্ষনের এসেছে পরিবর্তন। এ ব্যবস্থার ফলে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে হার্ড ফাইল অর্থাৎ কাগজী ব্যবস্থা তুলে দেয়ায় এ দু'টি প্রতিষ্ঠান পেপারলেস প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। ই-নথির ফলে কাজের গতি ও স্বচ্ছতা বেড়েছে। ই-নথির মাধ্যমে কাজ করায় কাজ হয়ে ওঠেছে অনেক পরিবেশবান্ধব এবং আর্থিকভাবে সাশ্রয়ী। আগে সাধারণত কম্পিউটারে টাইপ করে বা হাতে লিখে নথি কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। এতে ফাইলের স্তূপ জমত। একটি সাধারণ অফিস আদেশ হতে কখনো কখনো তিন থেকে চারটি টেবিল ঘুরতে হতো। ফলে কমে যেত কাজের গতি। এই ধীরগতির কাজকে দ্রুত করতে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ পুরাতন সকল নথি অনুবিভাগভিত্তিক ডিজিটাইজড পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করছে; যা অধিকতর সময় সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য ও ইউজার ফ্রেন্ডলি।

৬.১৭। উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা EFT-এর মাধ্যমে প্রদান

সেতু বিভাগের আওতায় বর্তমানে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ক্ষতিগ্রস্তদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয় এর মধ্যে অতিরিক্ত নগদ সহায়তাও রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের অতিরিক্ত নগদ সহায়তা EFT-এর মাধ্যমে প্রদান সেবাটি ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে প্রদেয় Top up কৃত অর্থ সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত; যা সরাসরি Advice প্রেরণপূর্বক ক্ষতিগ্রস্তদের Bank A/C-এ প্রেরণের মাধ্যমে বর্ণিত উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়ন করা হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রকল্প অফিসে না এসে ক্ষতিপূরণের অর্থ নিজস্ব একাউন্টে পাচ্ছে এবং সময় ও যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে।

৭. উপসংহার

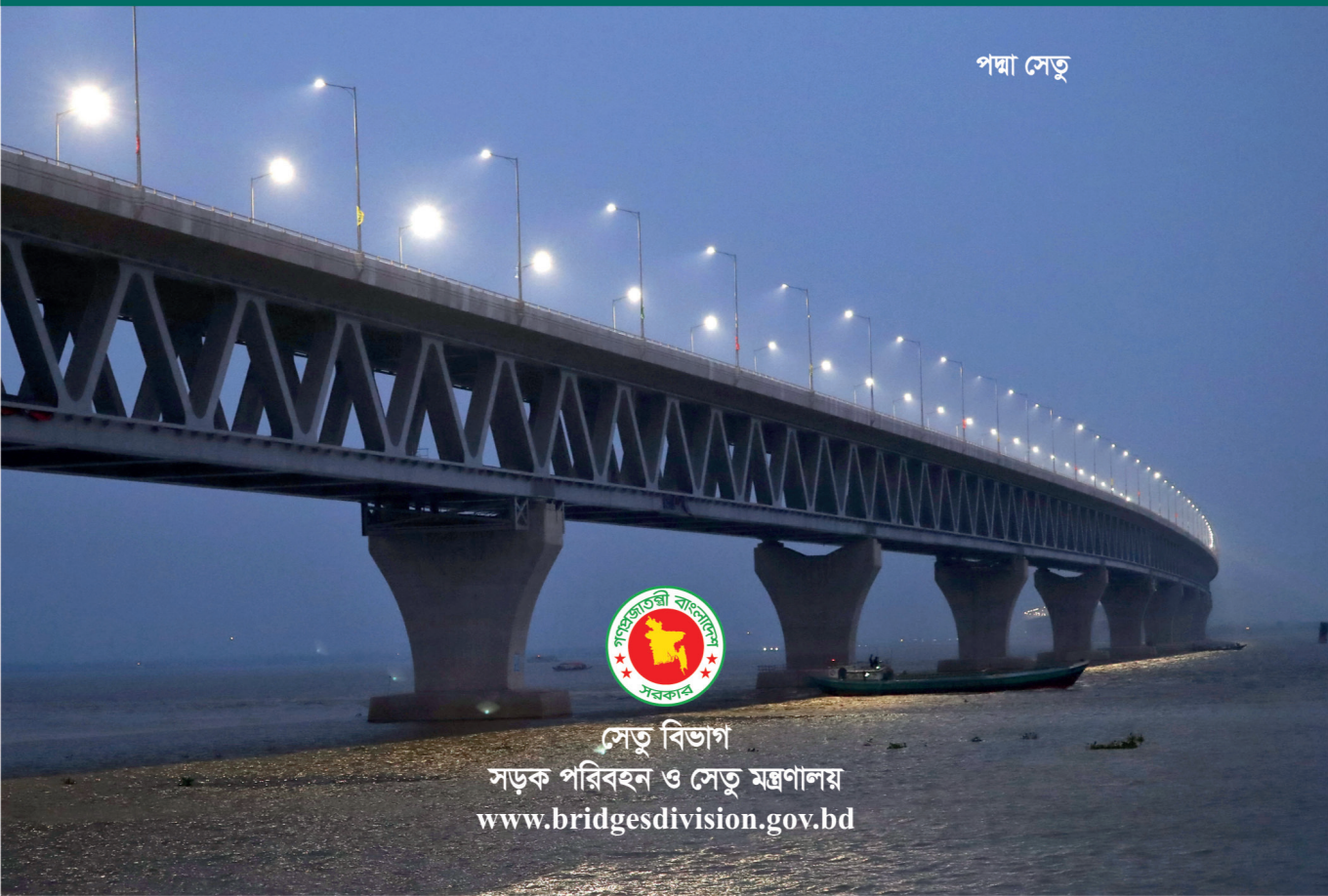
বর্তমান সরকার যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে সূষ্ঠা ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। আধুনিক, বহুমাত্রিক ও মানসম্পন্ন যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিরতিহীন কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে সেতু বিভাগ।

-সমাপ্ত-

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল



পদ্মা সেতু



সেতু বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
www.bridgesdivision.gov.bd